POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا
وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তোমাদিগকে গায়েবের বিষয় অবহিত করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার রসূলগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন মনোনীত করিয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন। এবং যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে। (আলে ইমরান:১৮০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
5
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
14
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 2 এপ্রিল, 2020 8 শাবান 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সেই ব্যক্তি পাপাচারী, যে নিজের জীবদ্দশায় খোদা তা'লা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। মানুষ যদি খোদা তা'লা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হীন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়, তবে খোদা তার থেকে দূরে চলে যান। আর যদি সে খোদা তা'লাকে ভালবাসে আর জলপ্রবাহের ন্যায় তাঁর প্রতি আনত হয় তবে খোদাও সেই ব্যক্তির প্রতি দয়াবান হন।

কৃষক নিজের শস্যক্ষেত নষ্ট করতে পারে, ভৃত্য চাকরী থেকে অপসারিত হয়ে (প্রভুর) ক্ষতি সাধন করতে পারে, পরীক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হতে পারে, কিন্তু খোদা তা'লার দিকে (প্রত্যাবর্তনের) প্রচেষ্টাকারী কখনই ব্যর্থ হয় না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমার উপদেশগুলিকে অবহেলা করো না।

ভালভাবে স্মরণ রেখো এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে একদিন আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হতে হবে। আমরা যদি উৎকৃষ্ট অবস্থায় ইহজগত থেকে রওনা হই, তবে আমাদের জন্য কল্যাণ ও আনন্দ রয়েছে, অন্যথায় পরিস্থিতি ভয়াবহ। স্মরণ রেখো! মানুষ যখন মন্দ অবস্থায় ইহজগত ত্যাগ করে, তখন তাদের দোযখ, যা একটি দূরের স্থান, এখান থেকেই আরম্ভ হয়। অর্থাৎ তার জীবনের শেষ লগ্নেই তার মধ্যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۭ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى (তহা: ৭৫) অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাপাচারী হয়ে পরকালে যাবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে না মৃত্যু তার কাছে আসবে, না সে জীবিত থাকবে। কিরূপ স্পষ্ট কথা। প্রকৃত আনন্দ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে নিহিত, বরং এই অবস্থাতেই তাকে জীবিত বলে মনে করা হয় যখন সে সমস্ত দিক থেকে সুখে শান্তিতে থাকে। যদি কোন ব্যাধি যেমন, উদরশূল কিম্বা দন্তপীড়া হয়, তবে তা মৃত্যু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়। এমন ব্যক্তিকে না তো জীবিত বলা যায় , না মৃত বলা যায়। এর থেকেই অনুমান কর যে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাবে কিরূপ অবস্থা ভয়ানক অবস্থা হবে।

সেই ব্যক্তি পাপাচারী, যে নিজের জীবদ্দশায় খোদা তা'লা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়।

সেই ব্যক্তি পাপাচারী, যে নিজের জীবদ্দশায় খোদা তা'লা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল খোদার জন্য নিবেদিত হওয়ার এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ লাভ করার। কিন্তু সে প্রবৃত্তির দাস হয়েই থাকল আর দূর্বৃত্ত এবং খোদা ও রসূলের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। যেন নিজের কর্মপন্থা দ্বারা দেখিয়ে দিল যে সে খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। খোদা তা'লার রীতি হল মানুষ যে দিকেই পা বাড়ায়, তার বিপরীত দিকে সে তার থেকে দূরে চলে যায়। মানুষ যদি খোদা তা'লা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হীন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়, তবে খোদা তার থেকে দূরে চলে যান। আর যতই সে আপন প্রবৃত্তির নিকটবর্তী হয়, ততই খোদার সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমে ছিন্ন হতে থাকে। যেভাবে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ভালবাসা জন্ম দেয় ভালবাসার। অতএব কোনও ব্যক্তি যদি নিজের কর্ম দ্বারা খোদার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তবে বোঝা উচিত যে খোদা তা'লাও তার প্রতি উদাসীন। আর যদি সে খোদা তা'লাকে ভালবাসে আর জলপ্রবাহের ন্যায় তাঁর প্রতি আনত হয় তবে খোদাও সেই ব্যক্তির প্রতি দয়াবান হন। কোনও ব্যক্তি যখন আল্লাহকে ভালবাসে, তখন তিনি তাকে তার থেকেও বেশি ভালবাসেন। তিনি সেই খোদা, যিনি নিজ প্রেমিকের উপর আশিস বর্ষণ করেন এবং তিনি তাদের মধ্যে এই অনুভুতি সৃষ্টি করেন যে তিনি তাদের সঙ্গে আছেন। এমনকি তাদের কথাবার্তা এবং ওষ্ঠদ্বয়ে তিনি আশিস দান করেন। লোকেরা তখন তার পরিধান এবং তার প্রতিটি কথায় আশিস লাভ করে। এখনও পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, যে- ব্যক্তি খোদা তা'লার প্রতি নিবেদিত হয়, আল্লাহ্ তা'লাও তার বন্ধু হয়ে ওঠেন।

যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করে, সে কখনও ব্যর্থ হয় না।

খোদা তা'লা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীর প্রচেষ্টাকে কখনও বিনষ্ট করেন না। কৃষক নিজের শস্যক্ষেত নষ্ট করতে পারে, ভৃত্য চাকরী থেকে অপসারিত হয়ে (প্রভুর) ক্ষতি সাধন করতে পারে, পরীক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হতে পারে, কিন্তু খোদা তা'লার দিকে (প্রত্যাবর্তনের) প্রচেষ্টাকারী কখনই ব্যর্থ হয় না। কেননা সত্যিকার প্রতিশ্রুতি রয়েছে-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আনকাবুত, আয়াত: ৭০)

খোদা তা'লার পথের সন্ধানে যে ব্রতী হয়েছে, অবশেষে সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। জাগতিক পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণকারী ছাত্রদের রাতদিনের পরিশ্রম এবং অবস্থা দেখে যদি আমাদের দয়া হতে পারে, তবে কি অসীম দয়াময় ও কৃপাশীল আল্লাহ্ তা'লা নিজের দিকে প্রত্যবর্তনকারীকে বিনষ্ট করবেন? কখনই না, কখনই না। আল্লাহ্ কোনও ব্যক্তির পরিশ্রম ব্যর্থ করেন না। اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (আততওবা, আয়াত: ১২০) অতঃপর তিনি বলেন مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ (সূরা যিলযাল, আয়াত: ৮)। আমরা দেখি প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র বছরের পর বছরের নিজেদের পরিশ্রম ও সাধনা কোনও কারণে ব্যর্থ হতে দেখে অশ্রুপাত করে, আবার আত্মহত্যাও করে। কিন্তু খোদা তা'লার অনন্ত ও অসীম কৃপা মানুষের সামান্যতম কর্মকেও বিনষ্ট করে না। অতএব কতই না পরিতাপের বিষয় যে মানুষ পৃথিবীতে অনিশ্চিত এবং ভ্রান্ত বিষয়াদি অর্জনের উদ্দেশ্যে এমনভাবে পরিশ্রমে নিমজ্জিত থাকে যে সে নিজেকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত রাখে আর সফল হওয়ার নিরস আশা নিয়ে শত-সহস্র দুঃখ বেদনা সহন করে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২২-১২৫, কাদিয়ান থেকে মূদ্রিত)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)

মূল (উর্দু) : ফরিদ আহমদ নবীদ অনুবাদ: মোরতোজা আলি (বড়িশা)

হযরত সলমান ফারসী (রাঃ) নিজ জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন। মজলিস সম্পূর্ণ নীরব ছিল এবং সবাই মনোযোগ সহকারে হযরত সলমান ফারসী (রাঃ) এর জীবনের ঘটনাবলী শুনছিলেন। কেননা হযরত রসূল করীম (সাঃ) স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি (সাঃ) সমস্ত শ্রোতাগণকে মনোযোগ সহকারে এই ঘটনাবলী শোনার নির্দেশ দিলেন।

“আমি ইস্পাহনের (ইরানের একটি বিখ্যাত শহর) নিকট একটি জন বহুল লোকালয় ‘জায়’ এর ইরানী অধিবাসী । আমার পিতা এই অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন এবং আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। এই কারণে আমাকে মেয়েদের মত ঘরে রাখা হত এবং এক মুহুর্তের জন্য চোখের আড়ালে রাখতেন না। আর একবার এমন হল যে, আমাদের গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল, যাতে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ও তার পক্ষে ঘর থেকে বাহির হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। অপর দিকে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে দেখাশোনাও জরুরী ছিল। এই হেতু আমার পিতা আমাকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, আজ তুমি আমার জায়গায় চলে যাও, কিন্তু মনে থাকে যেন বেশী দেরি না হয়। কেননা তোমার অনুপস্থিতি আমাকে ব্যাকুল করে দেয়। সুতরাং আমি আমার পিতার নির্দেশানুযায়ী বাড়ী থেকে জমির দিকে রওনা হয়ে গেলাম, পথিমধ্যে আমি একটি গীর্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে কিছু খ্রীষ্ট ধর্মী খোদা প্রেমী উপাসনায় রত ছিলেন এবং তাদের প্রার্থনা ও অনুনয় বিনয়ের শব্দ বাহির থেকে শোনা যাচ্ছিল। আমার মন মানসিকতায় অনুসন্ধিৎসু ভাবের উদয় হল ও আমি গীর্জা ঘরের মধ্যে গেলাম এবং তাদের উপাসনা করা দেখতে থাকলাম যা আমার ভাল লাগল ও এর মধ্যে আমি মোহিত হয়ে গেলাম।

প্রকৃত পক্ষে আমাদের বংশে পিতৃ পুরুষদের ধর্ম অগ্নি উপাসনা ছিল এবং আমরা অগ্নির উপাসক ছিলাম। শৈশব থেকেই ধর্মের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল এবং আমি স্বয়ং উপাসনায় সম্পূর্ণ রূপে অংশ গ্রহণ করতাম, এমন কি আমি অগ্নি পর্যবেক্ষণকারী রূপে নিযুক্ত ছিলাম অর্থাৎ আমি অগ্নিকুন্ডে সর্বদা আগুন প্রজ্জলিত রাখার দায়িত্বে ছিলাম এবং অতি সুষ্ঠুভাবে এই কার্য সম্পাদন করতাম। কিন্তু এটা এক বাস্তব সত্য ছিল যে আমার সর্বদা একটি মহৎ সুন্দর ধর্ম ও উপাসনা পদ্ধতির অনুসন্ধান ছিল, কেননা অগ্নি উপাসনা আমার মনঃপুত ছিল না।

আজ গীর্জায় কিছু লোকজনকে উপাসনা করতে দেখে আমার অন্তর উদগ্রীব হয়ে উঠল এবং মনে হল যে এই ধর্ম নিশ্চয় আমাদের ধর্মের চেয়ে ভাল ও উৎকৃষ্ট। আমি নিজের সব কাজকর্ম ভূলে গিয়ে সেখানে থেমে গেলাম এবং সারাদিন ঐ সব খ্রীষ্টান সাধু ব্যক্তিদের সহচর্যে কাটালাম, এমন কি সূর্যাস্ত হয়ে গেল ও রাতের অন্ধকার নেমে এল। আমি খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলাম এবং তাদেরকে এটাও জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের ধর্মের কেন্দ্র ও উৎপত্তি স্থল কোথায়? তারা আমাকে বললেন, শাম (সিরিয়া) আমাদের মূল কেন্দ্র । আরও তারা আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা বললেন এবং এটা সেই প্রথম উপলক্ষ যখন আমি ধর্ম পরিবর্তনের চিন্তা ভাবনা শুরু করলাম। রাতের বেলায় যখন আমি বাড়ী পৌঁছলাম তখন দেখলাম সবাই আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। চতুর্দিকে তখন আমাকে অনুসন্ধান করার জন্য লোক পাঠানো হয়ে গিয়েছিল এবং ঘরে প্রবেশ করা মাত্র জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গেল যে, আমি কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যথাযথভাবে সমস্ত ঘটনা শোনালাম ও খ্রীষ্টান সাধু ব্যক্তিদের উপাসনা করার ভূয়সী প্রশংসা করলাম। এই কথা শোনা মাত্র আমার পিতা আমাকে বোঝানো আরম্ভ করেন এবং নিজ ধর্মের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার অন্তর এখন ঐ ধর্ম থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। এই জন্য আমি প্রকাশ্যে খোলা খুলি ভাবে সবকিছুই বলে দিয়েছিলাম। এই অভিপ্রায় শুনে আমার পিতার চোখে অন্ধকার নেমে এল। আমাকে অত্যধিক ভালবাসা সত্বেও তিনি আমার প্রতি কঠোরতা আরম্ভ করে দিলেন ও এই ব্যাপারে কোন কথা শুনতে অগ্রাহ্য করলেন।

যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমার ধর্ম সম্বন্ধে তার ভাবনা চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই,তখন তিনি শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে আমাকে ঘরের মধ্যে আটক করে দিলেন। আমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়ে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। যদিও আমাকে ঘরে বন্দি করে দেওয়া হয়েছিল, তথাপি আমার অন্তর তখনও সত্য ধর্মের সন্ধানে ব্যাকুল হয়েছিল। অতএব আমি কোন উপায়ে সেই খ্রীষ্টান সাধুকে বলে পাঠালাম, যখন সিরিয়া অভিমুখে কোন ‘কাফেলা’ (যাত্রী দল) প্রস্থান করবে তখন অবশ্যই যেন আমাকে বলে দেওয়া হয়। যাতে আমি সত্য ধর্মের কেন্দ্রতে পৌঁছাতে পারি। ঘটনাক্রমে সেই সময় সিরিয়া দেশ থেকে কিছু ব্যবসায়ী আমাদের শহরে এসেছিলেন, গীর্জার লোকেরা তাদের সম্বন্ধে আমাকে অবগত করলেন। আমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম, যখন এই ব্যবসায়ী নিজ কাজ থেকে মুক্ত হয়ে প্রস্থান করবে তখন আমিও তাদের সাথে একত্রিত হয়ে সিরিয়ার দিকে চলে যাব। সুতরাং আমি যখন খবর পেলাম ঐ ব্যবসায়ীরা প্রস্থান করছেন, তখন আমি পা থেকে শিকল খুলে ফেলে গোপনে সিরিয়াগামী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলিত হলাম ও আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে গেল। ঐ সফর যা অবশেষে আমাকে আমার প্রভু ও মালিক হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর চরণতলে পৌঁছে দিল। যদিও এখনও গন্তব্যস্থানে পৌাছানোর জন্য অনেক দূর্গম পরিস্থিতি আমার জন্য অপেক্ষমান ছিল।

কয়েকদিন যাত্রা করার পর আমরা সিরিয়া পৌঁছে গেলাম ও আমি জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে জ্ঞান ও খোদা ভীতির দিক থেকে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? ঐ ব্যক্তিবর্গ আমাকে সবচেয়ে বড় পাদ্রী ‘আসকাফ আজম’ এর দিকে রওনা করে দিলেন। যিনি আমার বিবরণ শুনে নিজের কাছে থাকার অনুমতি দিলেন।

আমি জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও খোদাভীতিতে উন্নতি করার জন্য ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে বিদেশে সবেমাত্র বসবাস শুরু করেছিলাম। কিন্তু এই পাদ্রীর সাথে কিছুদিন থাকার পর আমার নিজের এইসব পরিশ্রম ও ত্যাগ বিফল হতে দেখলাম, কেননা বাহ্যত পুণ্যবান দৃষ্টিগোচর হলেও এই পাদ্রী প্রকৃত পক্ষে ঘোর সংসারী ও লোভী ছিল। ব্যবহারিক দিক থেকে তার পার্থিব লোভ লালসা দেখে আমার অন্তরে অত্যন্ত ঘৃণা বোধের উদ্রেক হল। কিন্তু এখন প্রত্যাবর্তনের কোন পথ ছিল না। অতএব আমি প্রতীক্ষা করতে থাকলাম, খোদাতা’লা আমার জন্য কোন সঠিক পথ উন্মুক্ত করুন।

অতঃপর এমনি হল যে, একদিন সেই পাদ্রীর মৃত্যু হল এবং লোকজন তার অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করলেন। আমি যেহেতু ঐ পাদ্রীর সাথে থাকতাম, সেইজন্য আমার জানা ছিল যে, ‘সাদকা ও খয়রাত’ (দান রূপে) এর জন্য আসা স্বর্ণ-মুদ্রা ও রৌপ্য-মুদ্রা অনেকগুলি মৃৎপাত্রে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখন যেহেতু তিনি মরে গিয়েছেন, এই জন্য আমি লোকজনকে এই কোষাগারের বিষয়ে বলে দিলাম, যাতে ঐ সমস্ত মুদ্রা দরিদ্র লোকজনের মধ্যে বিতরণ করা যায়। শহরের লোকেরা যখন ‘আসকাফ আজম’ এর এই বৃত্তান্ত শুনলেন তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন ও ঘৃণা প্রকাশ করলেন।

ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর যিনি পাদ্রী নির্বাচিত হলেন তিনি একজন পুণ্যবান ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন, যার সাংসারিকতায় কোন আসক্তি ছিল না। সুতরাং আমি তাকে ভালবাসতে লাগলাম এবং সর্বদা তার সেবায় নিয়োজিত থাকতাম। কিন্তু ঐ পুণ্যবান পাদ্রীর জীবন রক্ষা পেল না এবং তার শেষ সময় এসে গেল। আমি তার সমীপে নিবেদন করলাম এখন আপনি তো আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু এটা তো বলুন, আপনার পরে প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান ও খোঁজ খবরের জন্য কার সমীপে আত্মনিয়োগ করব। এই কথা শুনে তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় বৎস! যে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি আমি কর্মপরায়ণ ছিলাম, এখন তো সেটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ নিজ ইচ্ছায় ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত করে নিয়েছে এবং প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। আরও বলেন, আমার মৃত্যুর পর তুমি একজন সাধু ব্যক্তির সাথে ‘মাওসাল’ এ সাক্ষাত করবে এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ কর। অতএব পুণ্যবান সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর আমি মাওসাল পৌঁছালাম এবং সেই পুণ্যবান সাধুর সেবায় নিয়োজিত হলাম।

হয়তো এখনও আমার গন্তব্যস্থান দূর ছিল। এই জন্য ঐ রকম এক পুণ্যবান ব্যক্তির পর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় জনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে করতে মাওসাল এর পর ‘নাসিবায়েন’ ও পুনরায় ‘ওমুরিয়া’র এক পুণ্যবানের কাছে থাকতে লাগলাম। অবশেষে যখন ‘ওমুরিয়া’ র পুণ্যবান ব্যক্তির অন্তিম সময় উপস্থিত হল এবং আমি তখন তাকে অন্য কোন সাধু ব্যক্তির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বলেন, এখন এই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত এমন কোন ব্যক্তি আমার জানা নেই। হ্যাঁ আরব দেশে একজন নবীর আবির্ভাবের সময় অতি নিকটবর্তী, যিনি তাঁর আবির্ভাবের পর এমন এক স্থানের দিকে ‘হিজরত’ (দেশ ত্যাগ) করবেন যেখানে খেজুর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। তার তিনটি লক্ষণ মনে রেখো এবং এর থেকে তাকে চিনে নিও। প্রথম তিনি ‘সদকা’ খাবেন না, দ্বিতীয়তঃ উপহার গ্রহণ করবেন, তৃতীয়তঃ তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে ‘মোহর’ এর ন্যায় একটি চিহ্ন থাকবে।

এরপর শেষ পৃষ্ঠায়....

জুমআর খুতবা

মুসআব বিন উমায়ের (রা.) ছিলেন সেই সম্মানীয় যুবক যাঁকে হিজরতের পূর্বে মদিনায় ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যাঁর মাধ্যমে ইসলামের প্রসার ঘটে।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মদিনায় প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি হিজরতের পূর্বে জুমআ পড়িয়েছিলেন।

মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে স্মরণ করে বলতেন, আমি মুসআবের চেয়ে অধিক সুদর্শন ও সুন্দর এবং প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে লালিতপালিত অন্য কাউকে দেখি নি।

সুদর্শন পুরুষ এবং নিজ পরিবারে সকলের প্রিয় নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

অউস গোত্রের নেতা সাআদ বিন মাআয এবং উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-এর ঘটনার উল্লেখ।

হযরত মহম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

নিযামে খিলাফতের অনুগত জামাতের দুই সেবক মাননীয় মালিক মনোয়ার আহমদ জাভেদ (নাযির যিয়াফত) এবং প্রফেস মনোয়ার শামীম খালিদ সাহেবের মৃত্যু। মরহুমীনদের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ২৮ই ফেব্রুয়ারী , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৮ তবলীগ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তাঁর নাম হলো হযরত মুসআব বিন উমায়ের। হযরত মুসআব বিন উমায়ের-এর সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনু 'আব্দুদ্ দ্বার' গোত্রের সাথে। তাঁর ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। এছাড়া তাঁর ডাকনাম আবু মুহাম্মদও বলা হয়ে থাকে। হযরত মুসআব এর পিতার নাম ছিল উমায়ের বিন হাশেম এবং তাঁর মাতার নাম ছিল খানাস বা হানাস বিনতে মালেক, যিনি মক্কার একজন সম্পদশালী নারী ছিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের এর পিতামাতা তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। তাঁর মাতা তাঁকে জাগতিক অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে লালনপালন করেছে। সে তাঁকে সর্বোত্তম পোশাক এবং উন্নত মানের বস্ত্র পরিধান করাতো। হযরত মুসআব মক্কার উন্নত মানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, আর 'হাযার মওত' অঞ্চলে প্রস্তুত হাযরামি জুতা, যা ধনীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তা সেখান থেকে আনিয়ে পরিধান করতেন। 'হাযার মওত' অঞ্চল হলো 'আদান' এর পূর্ব দিকে সমুদ্র তীরবর্তী একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। যাহোক উত্তম পোশাক, উন্নত মানের সুগন্ধি, এমনকি জুতাও তিনি বাইরে থেকে আনাতেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের-এর স্ত্রীর নাম ছিল হামনা বিনতে জাহাশ, যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ এর বোন ছিলেন। তার গর্ভে এক কন্যা যয়নব এর জন্ম হয়। মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে স্মরণ করে বলতেন, আমি মুসআবের চেয়ে অধিক সুদর্শন, সুন্দর এবং প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে লালিতপালিত অন্য কাউকে দেখি নি।

(আত্তাবাকাকতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৫-৮৬) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা,৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৫) (সীরুসসাহাবা, প্রণেতা শাহ মাইনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭০-২৭৫) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭১) (মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭)

হযরত মুসআব বিন উমায়ের মহান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। মহানবী (সা.) যখন দ্বারে আরকামে তবলীগ করতেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু নিজের মাতা এবং মানুষের বিরোধিতার আশঙ্কায় তা গোপন রাখেন। হযরত মুসআব গোপনে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হতে থাকেন। একদিন উসমান বিন তালহা তাকে নামাযরত অবস্থায় দেখে ফেলেন এবং তার মা ও পরিবারের সদস্যদেরকে বলে দেন। তার পিতামাতা তাকে বন্দি করেন। আর তিনি হিজরত করে ইথিওপিয়া গমনের পূর্ব পর্যন্ত বন্দি অবস্থাতেই ছিলেন। তিনি সুযোগ পেয়ে বাইরে আসেন এবং হিজরত করেন। কিছুকাল পর কতিপয় মুহাজির ইথিওপিয়া থেকে মক্কা ফিরে আসেন, হযরত মুসআব বিন উমায়েরও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মাতা তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে বিরোধিতা ত্যাগ করে এবং ছেলেকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেয়। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) দু'বার হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি প্রথমে ইথিওপিয়া এবং পরবর্তীতে মদিনায় হিজরত করেন।

(আত্তাবাকাকতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা,৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৫)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে আমি স্বাচ্ছন্দ্যের যুগেও দেখেছি আর মুসলমান হওয়ার পরও দেখেছি। ইসলামের খাতিরে তিনি এত দুঃখ সহ্য করেছেন যে, আমি দেখেছি তার শরীর থেকে চামড়া সেভাবে খুলে পড়ছিল যেভাবে সাপের খোলস পড়ে যায় এবং নতুন চামড়া গজায়।

(আসসীরাতুন্নাবুয়ত লি ইবনে ইসহাক,পৃ: ২৩০)

এগুলো কুরবানীর এমন উন্নত মান যা অতি বিস্ময়কর।

একদিন মুসআব বিন উমায়ের (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসেন যখন তিনি (সা.) স্বীয় সাহাবীদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন হযরত মুসআব এর কাপড়ে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। কোথায় সেই উন্নত মানের পোশাক আর কোথায় মুসলমান হওয়ার পর এই অবস্থা যে, (পোশাকে) চামড়ার তালি লাগানো ছিল। সাহাবীগণ হযরত মুসআব কে দেখে নিজেদের মাথা নত করে রাখেন, কেননা তারা হযরত মুসআব-এর পরিবর্তিত অবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করতে অক্ষম ছিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের এসে সালাম করেন। মহানবী (সা.) সালামের উত্তর দেন এবং তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) জগৎপূজারীদের জাগতিক স্বার্থস্বিদ্ধি হোক। আমি মুসআবকে সেই যুগে দেখেছি যখন মক্কা নগরীতে তার চেয়ে অধিক সম্পদশালী ও প্রাচুর্যশালী আর কেউ

ছিল না। তিনি পিতামাতার সবচেয়ে আদরের সন্তান ছিলেন, কিন্তু খোদা এবং তাঁর রসূলের ভালোবাসা তাকে আজ এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে আর তিনি সেই সবকিছু খোদা ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেছেন।

(আত্তাবাকাকতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৬)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বলেন, মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে দেখে তার পূর্বের সুখ সাচ্ছন্দময় অবস্থা স্মরণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মহানবী (সা.)-এর (হযরত মুসআবের) সেই সময়ের কথা মনে পড়ে আর (অন্যদিকে) এখন তিনি কতই না অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করছেন।

হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে মসজিদে বসে ছিলাম, তখন হযরত মুসআব বিন উমায়ের আসেন। তার দেহে চামড়ার তালি লাগানো একটি চাদর ছিল। মহানবী (সা.) তাকে দেখে, তার বর্তমান অবস্থার তুলনায় পূর্বেকার সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথা স্মরণ করে অশ্রুপাত করেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে যখন তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সকালে এক পোশাক পরলে সন্ধ্যায় অন্য পোশাক পরবে। অর্থাৎ এত প্রাচুর্য হবে যে, সকাল-সন্ধ্যা তোমরা পোশাক পরিবর্তন করবে। অতঃপর তিনি বলেন, আর তার সামনে খাবারের একটি পাত্র রাখা হবে আর দ্বিতীয়টি সরানো হবে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার খাবার থাকবে আর বিভিন্ন পদের খাবার সামনে আসতে থাকবে, যেমনটি আজকালকার রীতি রয়েছে। তোমরা তোমাদের ঘরবাড়িতে সেভাবে পর্দা লাগাবে যেমনটি কাবা শরীফের গিলাফ পরানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ অত্যন্ত মূল্যবান পর্দা ব্যবহৃত হবে। এগুলো সম্পূর্ণভাবে বর্তমান যুগের দৃশ্য অথবা সেই স্বাচ্ছন্দ্যের দৃশ্য যা মুসলমানরা পরবর্তী যুগে লাভ করেছিল। সাহাবীরা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি তখন আজকের তুলনায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকব আর ইবাদতের জন্য অবসর থাকবে?অর্থাৎ এমন স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে এবং এরূপ অবস্থা যদি হয় তাহলে কি ইবাদতের জন্য আমাদের সম্পূর্ণ অবসর থাকবে এবং কষ্ট ও পরিশ্রম করার প্রয়োজন হবে না? তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, না, বরং তোমরা আজ সেই দিনগুলোর চেয়ে ভালো অবস্থায় ও অবস্থানে রয়েছ। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবু সাফাতুল কিয়ামাহ, হাদীস-২৪৭৬) তোমাদের অবস্থা, তোমাদের ইবাদত, তোমাদের মান তার চেয়ে অনেক উন্নত যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের স্বাচ্ছন্দ্যের আদলে লাভ হবে।

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ইথিওপিয়ার হিজরত সম্পর্কে লিখেছেন, যার কিছুটা পূর্বে অন্যান্য সাহাবীদের স্মৃতিচারণে আমি উল্লেখ করেছি। এখানেও সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পঞ্চম নববীর রজব মাসে ১১জন পুরুষ এবং ৪জন নারী ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তাদের মাঝে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)ও ছিলেন। তিনি লিখেন, অদ্ভুত বিষয় হলো, প্রাথমিক মুহাজিরদের অধিকাংশ তারা ছিল যারা কুরাইশদের শক্তিশালী গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, আর দুর্বল লোক কম দৃষ্টিগোচর হয়, যা থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়। প্রথমত– শক্তিশালী গোত্রগুলোর সদস্যরাও কুরাইশদের নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিল না। দ্বিতীয়ত– দুর্বল শ্রেণি যেমন কৃতদাস প্রমুখ তখন এমন দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন যে, তাদের হিজরত করার মতো সামর্থ্যও ছিল না। যাহোক, মক্কার কুরাইশরা যখন তাদের হিজরতের কথা জানতে পারে তখন তারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয় যে, শিকার আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। অতএব তারা এই মুহাজেরদের পিছু ধাওয়া করে, কিন্তু তাদের লোকেরা যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছে ততক্ষণে জাহাজ রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল আর তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ইথিওপিয়ায় মুসলমানরা খুবই শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করে আর খোদার কৃপায় কুরাইশদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ হয়।

(সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ প্রণীত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ: ১৪৬-১৪৭)

আকাবার প্রথম বয়আতের সময় মদিনা থেকে আগত ১২ ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেন। তারা যখন মদিনায় ফিরে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে তাদেরকে কুরআন পড়ানো এবং ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য সাথে প্রেরণ করেন। মদিনায় তিনি 'ক্বারী' এবং 'মুক্বরী' অর্থাৎ শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা,৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৫-১৭৬) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭) (আস সীরাতুন্নাবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ১৯৯)

অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী অওস এবং খাযরাজ গোত্রের আনসারগণ মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আমাদেরকে কুরআন পড়ানোর জন্য কাউকে প্রেরণ করুন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে প্রেরণ করেন।

(আত্তাবাকাকতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭১)

মদিনায় হযরত মুসআব হযরত আসাদ বিন যুরারা-র ঘরে অবস্থান করেন। তিনি নামাযে ইমামের দায়িত্বও পালন করতেন।

(আস সীরাতুন্নাবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ১৯৯)

হযরত মুসআব দীর্ঘকাল হযরত আসাদ বিন যুরারা-র ঘরে অবস্থানরত থাকেন, কিন্তু পরবর্তীতে হযরত সা'দ বিন মুআয-এর ঘরে স্থানান্তরিত হন।

(সীরুসসাহাবা, প্রণেতা শাহ মাইনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৭২)

হযরত বারা বিন আযেব থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.)-এর মুহাজির সাহাবীদের মাঝে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে মদিনায় আগমনকারী ছিলেন মুসআব বিন উমায়ের এবং ইবনে উম্মে মাকতুম। মদিনায় পৌঁছে এই উভয় সাহাবী আমাদেরকে পবিত্র কুরআন পড়াতে আরম্ভ করেন। এরপর আম্মার (রা.), বেলাল (রা.) এবং সা'দ (রা.) আসেন এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসেন; এরপর মহানবী (সা.) আগমন করেন। তিনি বলেন, আমি কখনো মদিনাবাসীদের এত আনন্দিত হতে দেখি নি যতটা তারা মহানবী (সা.)-এর আগমনে আনন্দিত হয়েছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও বলতে থাকে যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল, আমাদের কাছে এসেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু তাফসীরুল কুরআন, বাব সুরাতুল আলা, হাদীস-৪৯৪১)

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত মুসআব বিন উমায়ের সম্পর্কে আরো বর্ণনা করেন,

"দ্বারে আরকামে যেসব ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করেছিলেন তারাও সাবেকীনদের (অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারীদের) মাঝে গণ্য হন। তাদের মাঝে অধিক প্রসিদ্ধ হলেন- প্রথমত মুসআব বিন উমায়ের (রা.), যিনি বনু আব্দুদ্ দ্বার গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং খুবই সুদর্শন ও সুন্দর চেহারার মানুষ ছিলেন আর নিজ বংশের খুবই স্নেহভাজন ও প্রিয় ছিলেন। তিনি সেই যুবক বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব যাকে হিজরতের পূর্বে মদিনায় ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যার মাধ্যমে মদিনায় ইসলাম প্রসার লাভ করে।

(সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ প্রণীত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ:১২৯)

এছাড়া আরেকটি জীবনী গ্রন্থে লেখা আছে যে, হযরত মুসআব বিন উমায়ের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি হিজরতের পূর্বে মদিনায় জুমুআর নামায পড়িয়েছেন। হযরত মুসআব (রা.) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে মদিনায় জুমুআর নামাযের জন্য অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) অনুমতি প্রদান করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মদিনায় হযরত সা'দ বিন খায়সামা-র ঘরে প্রথম জুমুআ পড়িয়েছেন। তাতে মদিনার ১২জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। সে উপলক্ষ্যে তারা একটি ছাগল জবাই করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) ইসলামে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি জুমুআর নামায পড়িয়েছেন। কিন্তু ভিন্ন একটি রেওয়ায়েতও রয়েছে, সে অনুযায়ী হযরত আবু উমামা আসাদ বিন যুরারা (রা.) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মদিনায় প্রথম জুমুআ পড়িয়েছেন।

(আত্তাবাকাকতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৭-৮৮) (আত্তাবাকাকতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭১)

যাহোক হযরত মুসআব প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন। হযরত মুসআব (রা.) হযরত আসাদ বিন যুরারাকে সাথে নিয়ে আনসারদের বিভিন্ন পাড়ায় তবলীগের উদ্দেশ্যে যেতেন। হযরত মুসআবের তবলীগে অনেক সাহাবী মুসলমান হন যাদের মাঝে জ্যেষ্ঠ সাহাবী যেমন– হযরত সা'দ বিন মুআয, হযরত আব্বাদ বিন বিশর, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আস সীরাতুন্নাবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২০০) (আত্তাবাকাকতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২১)

হযরত মুসআব-এর তবলীগি চেষ্টা-প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন,

“মক্কা থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে এই ১২জন নবাগত মুসলিম অনুরোধ করেন যে, কোন একজন ইসলামী শিক্ষককে আমাদের সাথে প্রেরণ করা হোক, যিনি আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা প্রদান করবেন আর আমাদের মুশরিক ভাইদের ইসলামের তবলীগ করবেন। তিনি (সা.) মুসআব বিন উমায়েরকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন, যিনি আব্দুদ্ দ্বার গোত্রের একজন অতি নিষ্ঠাবান যুবক ছিলেন। সেকালে ইসলামী মুবাল্লিগরা ‘ক্বারী’ বা ‘মুক্বরী’ আখ্যায়িত হতো, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কাজ ছিল পবিত্র কুরআন শুনানো। আর এটিই ইসলামের তবলীগের সর্বোত্তম মাধ্যম ছিল। অতএব মুসআব (রা.)ও মদিনায় ‘মুক্বরী’ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। মুসআব (রা.) মদিনায় পৌঁছে আসাদ বিন যুরারার ঘরে অবস্থান করেন, যিনি মদিনায় সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন। আর এমনিতেও তিনি একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী বুযুর্গ ছিলেন। এই ঘরকেই তিনি নিজের তবলীগি কেন্দ্র বানিয়ে নেন আর নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। মদিনায় যেহেতু মুসলমানদের একটি সমষ্টিগত জীবন যাপনের সুযোগ হয়, আর তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন ছিল, তাই আসাদ বিন যুরারা-র প্রস্তাবে মহানবী (সা.) মুসআব বিন উমায়েরকে জুমুআর নামাযের নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে মুসলমানদের সমষ্টিগত জীবনের সূচনা হয় এবং আল্লাহ্ তা’লার এমন কৃপা হয় যে, কিছু কালের মধ্যেই মদিনায় ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হয়ে যায় আর অওস এবং খাযরাজ গোত্র অতি দ্রুত মুসলমান হতে আরম্ভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পুরো গোত্র একই দিনে মুসলমান হয়ে যায়। অতএব বনু আব্দিল আশহাল গোত্রও এভাবে একত্রে একই সময়ে মুসলমান হয়েছিল। এই গোত্রটি আনসারদের প্রসিদ্ধ অওস গোত্রের একটি স্বতন্ত্র অংশ ছিল আর এই গোত্রের নেতার নাম ছিল সা’দ বিন মুআয, যিনি শুধু বনু আব্দিল আশহাল গোত্রেরই সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন না বরং অওস গোত্রেরও সরদার ছিলেন। মদিনায় যখন ইসলামের প্রচার কার্য চলতে থাকে তখন সা’দ বিন মুআযের কাছে তা ভালো লাগে নি এবং তিনি এটিকে প্রতিহত করতে চান। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সা’দ বিন মুআয খুবই বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আসাদ বিন যুরারা’র সাথে তার নিকটাত্মীয়তা ছিল। অর্থাৎ তারা একে অপরের খালাতো ভাই ছিলেন। আর আসাদ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তাই সা’দ বিন মুআয নিজে সরাসরি কোন বিষয়ে নাক গলানো থেকে বিরত থাকতেন পাছে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হয়। অতএব তিনি তার অপর এক আত্মীয় উসায়েদ বিন আল-হুযায়েরকে বলেন, আসাদ বিন যুরার-র কারণে আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত, অর্থাৎ সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং তার স্থান থেকে তবলীগ করার ক্ষেত্রে সহায়তাও করছে, কিন্তু তুমি গিয়ে মুসআবকে বাধা দাও। অর্থাৎ আসাদ বিন যুরারাকে থামানোর পরিবর্তে হযরত মুসআবকে বাধা দাও, যেন তিনি আমাদের লোকজনের মাঝে এই ধর্মহীনতার প্রসার না করেন। আর আসাদকেও বলে দাও যে, এই রীতি ভালো নয়। উসায়েদ আব্দুল আশহাল গোত্রের বিশিষ্ট নেতাদের একজন ছিলেন। এমনকি তার পিতা বুআস এর যুদ্ধে গোটা অওস গোত্রের নেতা ছিলেন। সা’দ বিন মুআয-এর পর উসায়েদ বিন আল-হুযায়রেরও নিজ গোত্রের ওপর অনেক প্রভাব ছিল। অতএব সা’দ এর কথায় তিনি মুসআব বিন উমায়ের এবং আসাদ বিন যুরারা’র কাছে যান এবং মুসআবকে সম্বোধন করে রাগত স্বরে বলেন, তুমি কেন আমাদের লোকজনকে ধর্মচ্যুত করছ। এই কাজ থেকে বিরত হও, নতুবা পরিণতি ভালো হবে না। মুসআব কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই আসাদ ক্ষীণকণ্ঠে মুসআবকে বলেন, তিনি নিজ গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা। তার সাথে খুবই নম্রতা ও ভালোবাসার স্বরে কথা বলবেন। অতএব মুসআব অত্যন্ত বিনয় এবং ভালোবাসার সাথে উসায়েদকে বলেন, আপনি রাগ করবেন না, বরং অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণের জন্য বসুন আর প্রশান্তচিত্তে আমাদের কথা শুনুন, এর পরই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। উসায়েদ এই কথাকে যুক্তিযুক্ত মনে করে বসে পড়েন। তিনি পুণ্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। মুসআব তাকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনান এবং অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করেন। উসায়েদ-এর ওপর এর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি সেখানেই মুসলমান হয়ে যান এবং এরপর বলেন, আমার পিছনে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যিনি ঈমান আনলে আমাদের পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যাবে। তুমি অপেক্ষা কর, আমি তাকেও এখানে প্রেরণ করছি। এই কথা বলে উসায়েদ উঠে চলে যান এবং কোন অজুহাতে সা’দ বিন মুআযকে মুসআব বিন উমায়ের এবং আসাদ বিন যুরারা-র কাছে প্রেরণ করেন। সা’দ বিন মুআয আসেন আর অত্যন্ত রাগের সাথে আসাদ বিন যুরারাকে বলেন, দেখ আসাদ! তুমি নিজের আত্মীয়তার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করছ, এটি ঠিক নয়। এখন আমি আত্মীয়তার কারণে চুপ করে আছি কিন্তু তুমি সুযোগের অপব্যবহার করো না। তখন মুসআব পূর্বের মতোই নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে তাকে শান্ত করেন, যেমনটি তিনি পূর্বে করেছিলেন এবং বলেন, আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসে আমার কথাটা শুনুন, এরপর যদি তাতে কোন বিষয় আপত্তিকর মনে হয় তাহলে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করুন। সা’দ বলেন, ঠিক আছে, এটি খুবই যৌক্তিক একটি দাবি। এরপর নিজের বর্শা গেঁড়ে তিনি বসে পড়েন। মুসআব পূর্বের মতোই প্রথমে পবিত্র কুরআন পাঠ করেন, এরপর নিজস্ব হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যা করেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই এই প্রতিমাও বশে এসে যায়, অর্থাৎ সা’দ বিন মুআযও এসব কথা শুনে বশীভূত হয়ে যান। অতএব সা’দ নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোসল করে কলেমা শাহাদাত পাঠ করেন। আর এরপর সা’দ বিন মুআয এবং উসায়েদ বিন আল হুযায়ের উভয়ে একত্রে নিজ গোত্রের লোকজনের কাছে যান এবং সা’দ নির্দিষ্ট আরবী রীতিতে তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, হে আব্দুল আশহাল গোত্রের সদস্যগণ! আমার সম্পর্কে তোমাদের কী অভিজ্ঞতা? সবাই সমস্বরে বলে, আপনি আমাদের নেতা এবং নেতার পুত্র নেতা, আর আপনার কথায় আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। সা’দ বলেন, তাহলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর সা’দ তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার দর্শন সম্পর্কে অবহিত করেন; আর সেদিন সন্ধ্যা নামার পূর্বেই পুরো গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। সা’দ (রা.) এবং উসায়েদ স্বয়ং নিজেদের হাতে নিজ গোত্রের প্রতিমা বের করে ভেঙে ফেলেন।

সা’দ বিন মুআয (রা.) এবং উসায়েদ বিন আল হুযায়ের, যারা সেদিন মুসলমান হন, তারা উভয়ে শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের মাঝে গণ্য হন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, আনসারদের মাঝে নিঃসন্দেহে তারা অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা অনেক উন্নত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিশেষত সা’দ বিন মুআয মদিনার আনসারদের মাঝে সেই মর্যাদা লাভ করেন যা মক্কার মুহাজিরদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) লাভ করেছিলেন। এই যুবক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, পরম বিশ্বস্ত, আর ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার একজন নিবেদিত প্রাণ প্রেমিক প্রমাণিত হন। আর তিনি যেহেতু নিজ গোত্রের সর্বোচ্চ নেতাও ছিলেন এবং অত্যন্ত মেধাবীও ছিলেন, তাই ইসলামে তিনি সেই পদমর্যাদা লাভ করেন যা কেবল বিশেষ, বরং এর চেয়েও বিশেষ সাহাবীরা লাভ করেছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, কোন সন্দেহ নেই, যৌবনে তার মৃত্যুতে মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে, সা’দ এর মৃত্যুতে রহমান খোদার আরশও কেঁপে উঠেছে, তা এক গভীর সত্যভিত্তিক উক্তি ছিল। মোটকথা, এভাবে দ্রুততার সাথে অওস ও খাযরাজ গোত্রে ইসলাম প্রসারিত হতে থাকে, ইহুদিরা ভয়ার্ত চোখে এসব দৃশ্য দেখতো এবং মনে মনে বলতো যে, আল্লাহ্ই জানে কী হতে যাচ্ছে!

(সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ প্রণীত ‘সীরাত খাতামান্নাবীঈন’, পৃ: ২২৪-২২৭)

হযরত মুসআব (রা.)-এর তবলীগে বহু লোক মুসলমান হয়। তিনি ১৩ নববী সনে হজ্জের সময় মদিনা থেকে ৭০জন আনসারের প্রতিনিধি দল নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সংকলন উপস্থাপন করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে উল্লেখ করেন,

“পরের বছর অর্থাৎ ১৩ নববী’র যিলহজ্জ মাসে হজ্জের সময় অওস এবং খাযরাজ গোত্রের কয়েকশ’ মানুষ মক্কায় আসে। তাদের মধ্যে সত্তরজন এমন ছিল যারা হয় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল অথবা এখন মুসলমান হতে চাচ্ছিল, আর মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছিল। মুসআব বিন উমায়ের (রা.)ও তাদের সাথে ছিলেন। মুসআব এর মা জীবিত ছিলেন, তিনি মুশরিকা হলেও তাকে (অর্থাৎ ছেলেকে) অনেক ভালোবাসতেন।

তিনি তার (অর্থাৎ মুসআবের) আগমনের সংবাদ পেয়ে তাকে সংবাদ পাঠান যে, প্রথমে আমার সাথে এসে সাক্ষাৎ কর, তারপর অন্যত্র যেও। মুসআব (রা.) উত্তরে বলেন, আমি এখনও মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি নি, তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করার পর আপনার কাছে আসব। অতএব, তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অবহিত করার পর নিজের মায়ের কাছে যান। তার সাথে প্রথমে সাক্ষাৎ করতে আসেন নি তাই তিনি (অর্থাৎ মা) রাগে ফুঁসছিলেন আর তাকে দেখার পর অনেক কান্নাকাটি এবং অনুযোগ-অভিযোগ করেন। মুসআব (রা.) বলেন, মা! আমি তোমাকে খুবই উত্তম একটি কথা বলছি যা তোমার জন্য খুবই কল্যাণকর আর সব বিবাদের সমাধান এতে নিহিত। তিনি বলেন, সেটি কী? মুসআব (রা.) মৃদুস্বরে উত্তর দেন, শুধু এতটুকুই যে, প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাও এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। সে কট্টর মুশরিকা ছিল, একথা শোনামাত্রই সে হইচই আরম্ভ করে যে, তারকারাজির শপথ! আমি তোমার ধর্মে কখনো প্রবেশ করবনা আর তার আত্মীয়-স্বজনকে ইশারা করে যে, মুসআবকে ধরে তারা যেন বন্দি করে ফেলে, কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।”

(সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ প্রণীত ‘সীরাত খাতামান্নাবীঈন’, পৃ: ২২৭)

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)’র স্মৃতিচারণের কিছু কথা এখনও অবশিষ্ট আছে– তা অব্যাহত থাকবে; কিন্তু আজ যেহেতু দু’টি গায়েবানা জানাযা আছে, যা আমি পড়াবো– তাই তাদেরও স্মৃতিচারণ করতে হবে। আপাতত এখানেই আমি হযরত মুসআব (রা.)’র স্মৃতিচারণ শেষ করছি, বাকি আগামী খুতবায় বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যে দু’জনের জানাযা পড়াবো, তাদের মধ্যে একজন হলেন, মালেক মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবের পুত্র মালেক মুনাওয়ার আহমদ জাভেদ সাহেব, যিনি গত ২২ ফেব্রুয়ারি ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন**। দীর্ঘদিন থেকে তার যকৃতের সমস্যা ছিল, যে কারণে দশদিন তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট–এ চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি তাঁর স্রষ্টার কাছে ফিরে যান। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর চার পুত্র এবং দু’কন্যা রয়েছে। মালেক মুনাওয়ার আহমদ জাভেদ সাহেবের দাদা ছিলেন, হযরত ডাক্তার জাফর চৌধুরী সাহেব এবং তার নানা ছিলেন, গুরুদাসপুর জেলার গাজীপুর নিবাসী হযরত শেখ আব্দুল করীম সাহেব। আর তারা দাদা ছিলেন রান্ধাওয়ার ধরমকোট নিবাসী। উভয় বুযুর্গ অর্থাৎ (মরহুমের) দাদা ও নানা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন এবং সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেন। ১৯৬৮ সনে মরহুম সূফী হামেদ সাহেবের কন্যা সালমা জাভেদ সাহেবার সাথে তাঁর বিয়ে হয়, যিনি মরিশাসের মুবাল্লিগ এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাফেয সূফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের পৌত্রী এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ডাক্তার জাফর হোসেন সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন। মরিশাসে পদায়িত হযরত সূফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ৩১৩ জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একইভাবে মালেক মুনাওয়ার জাভেদ সাহেবের দাদা ও নানা এবং তার স্ত্রীর দাদা ও নানা চারজনই আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় সাহাবী ছিলেন।

নিজের জীবন উৎসর্গ করা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে মালেক সাহেব একবার বলেন, ওয়াক্ফের প্রতি আমার মনোযোগ এভাবে নিবদ্ধ হয় যে, যখন আমি ১৯৮২ সনে আনসারুল্লাহ্র ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)’র বক্তব্য শুনছিলাম, তখন হুযূর তার বক্তব্যে ওয়াক্ফের গুরুত্ব বর্ণনা করেন আর বক্তৃতার শেষদিকে একটি বাক্য, যার মর্ম ছিল, তুমি কি চাওনা যে, ওয়াক্ফ অবস্থায় তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে?তিনি বলেন, এই বাক্যটি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমি ভাবতে থাকি, আমিও ওয়াক্ফ করতে পারবো কি? যাহোক, এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন আর ১০ আগস্ট ১৯৮৩ সনে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)’র সমীপে জীবন উৎসর্গ করে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, যা ১৯৮৩ সনের ১৮ আগস্ট তারিখে হুযূর (রাহে.) গ্রহণ করেন এবং ওয়াক্ফ মঞ্জুর করে এই নির্দেশ দেন যে, আপনি আপনার কাজকর্ম গুছিয়ে চলে আসুন। সে সময় তিনি ব্যবসাও করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সনের ২৮ আগস্ট তারিখে তাকে প্রাথমিকভাবে ওকালত সানাত ও তিজারত-এ পদায়ন করেন। ১লা অক্টোবর, ১৯৮৩ সনে তিনি ওকালত সানাত ও তিজারত-এ যোগদান করেন। ওয়াকফ করার পূর্বে প্রাথমিক ১৬ বছর তিনি পাঞ্জাব সরকারের সচিবালয়ে চাকরি করেন। এরপর প্রায় ১০বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। ১৯৮৩ সনের নভেম্বর মাসে তিনি রিভিউ ও রিলিজিয়ন্স পত্রিকার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৯৮৪ সনে সহকারী নাযের যিয়াফত নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সনের ২০শে এপ্রিল থেকে ২০১৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি সহকারী নাযের যিয়াফত হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। ১৯90 সনে একশ’ এতীমের দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যে কমিটি গঠিত হয়, তার প্রথম সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত তিনি এই কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০পর্যন্ত লাহোর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ায় জেলা ও আঞ্চলিক কায়েদ ছিলেন, আর প্রায় দশ বছর এখানে সেবা করেন। ১৯৮৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিনি আনসারুল্লাহ্তে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ৩১বছর পাকিস্তান আনসারুল্লায় কায়েদ তাহরীকে জাদীদ, কায়েদ তরবীয়ত, কায়েদ ইশায়াত এবং শেষ ৫বছর মজলিসে আনসারুল্লাহ্, পাকিস্তানের নায়েব সদর হিসেবে কাজ করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি যখন সরকারী চাকরি করতেন সে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একবার মালেক সাহেব বলেন, চাকরির সময় আমাদের একজন ইনচার্জ ছিলেন, যিনি খুবই বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং প্রায় সময় মৌলভীদের আমার কাছে মোবাহেসা বা বিতর্ক করার জন্য নিয়ে আসতেন। এভাবে একবার তিনি আল্লামা অধ্যাপক খালেদ মাহমুদ সাহেবকে নিয়ে আসেন, যিনি সে যুগের একজন অনেক বড় আলেম ছিলেন। তার সাথে বিতর্ক আরম্ভ হয়। আলেম সাহেব যখন কথায় পেরে উঠছিলেন না তখন রাগের বশে গালি দিতে আরম্ভ করেন, যেমনটি সাধারণ মৌলভীদের রীতি হয়ে থাকে। তিনি বলেন, তখন আমার যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন তিনি ভয় পেয়ে যান যে, কোথাও আবার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায়। তখন সেই আল্লামা সাহেব আমার ইনচার্জ আব্দুর রহমান সাহেবকে সাহস যোগানোর জন্য বলেন, মৌলভী সাহেবের এই বাক্য এমন যা থেকে বুঝা যায়, জামা’তের সদস্যদের যে আল্লাহ্ তা’লার সাথে সম্পর্ক রয়েছে, তিনি আন্তরিকভাবে তা বিশ্বাস করতেন। এই মওলানা সাহেব বলেন, এরা খোদা, রসূল এবং কিতাব অর্থাৎ, ঐশী বাণীর প্রতি এত বেশি যুলুম বা অন্যায় করেছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। মওলানা সাহেব বলেন, এরা প্রত্যেকবার বেঁচে যায় এ কারণে যে, তারা নিজেদের নামাযে খুব কান্নাকাটি করে। মালেক সাহেব বলেন, তখন আমি তাকে বলি, আল্লামা সাহেব! আপনি এই কথাটি আমাকে লিখে দিন। তিনি বলেন, কেন? পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, ‘আজ আমি লিখে দিলে কালই তুমি তা পত্রপত্রিকায় ছাপিয়ে দিবে’। এর অর্থ হলো, তিনি এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আহমদীদের আহাজারি বা কাকুতিমিনতি সর্বদা তাদের কাজে আসে আর আল্লাহ্ তা’লা তাদের দোয়া শোনেন। আমাদেরকে ভুল মনে করা সত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা’লা আমাদের (দোয়া) শোনেন। আল্লাহ্ তা’লা এদের দৃষ্টি উন্মোচন করুন। আর তারা জাতিকে যে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে রেখেছে, ভুল পথনির্দেশনা দিচ্ছে, আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকে এদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে রক্ষা করুন।

আমাদের নাযের যিয়াফতের সহকারী ওসামা আজহার সাহেব বলেন, মালেক মুনাওয়ার আহমদ জাভেদ সাহেব উন্নত মানের প্রশাসনিক দক্ষতা রাখতেন, রাতে জেগে দারুয্ যিয়াফত ঘুরে দেখতেন, কর্মীদের নিকট থেকে খবরাখবর নিয়ে আবহাওয়া অনুসারে তাদের জন্য চা ও ডিম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন। দারুয্ যিয়াফত বা অতিথিশালার কর্মীদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা, স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ছিল। সকল কর্মীর পারিবারিক অবস্থার খবরাখবর রাখতেন আর গোপনে তাদের যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও করতেন।

তাঁর জামাতা ও ভাগ্নে নাদীম সাহেব বলেন, প্রধানত মালেক সাহেব আমাকে সবসময় নামায পড়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন আর খিলাফতের প্রতি ভালোবাসাও ধর্মসেবার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন। একবার তিনি আমাকে বলেন, অবসর গ্রহণের পর একদিন আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, যেহেতু আমি অবসর গ্রহণ করেছি, তাই এখন আমি আমার ঐচ্ছিক চাঁদা অর্ধেক করে দিব; কেননা বেতন কমে গেছে। সুতরাং আমি আমার সব ওয়াদার একটি তালিকা প্রস্তুত করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, খোদা

তা'লা আমার কাছে আসেন আর বলেন, আমি বিশ্বজগতের খোদা। আমি শুনেছি তুমি তোমার চাঁদা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছ, চল, আমি তোমাকে আমার এই বিশ্বজগৎ পরিভ্রমণ করাই। অতঃপর স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তাঁর পাহাড়, জঙ্গল, উপত্যকা, নদ-নদী ও বাগান দেখান এবং বলেন, যেখানে সবকিছুর মালিক আমি সেখানে তোমার কিসের চিন্তা? তিনি বলেন, এ পর্যন্ত কথা শুনার পর আমি জেগে উঠি, আর আমি চাঁদা অর্ধেকে নামিয়ে আনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা পরিত্যাগ করি; আর রীতিমত পূর্বের ন্যায় চাঁদা দিতে থাকি।

তাঁর স্ত্রী বলেন, জীবন উৎসর্গ করার পূর্বে তিনি যখন ব্যবসা করতেন তখন বড় অংকের টাকা পকেটে নিয়ে শীতের রাতে চাদর জড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন আর বলতেন, এখন যে অভাবীকে পাব সে সত্যিই অভাবী হবে। এভাবে একবার খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত একব্যক্তি পথে দাঁড়িয়ে ছিল আর সে বলে, তার মা খুবই অসুস্থ, অথচ তার কাছে কোন টাকা নেই। তিনি সব টাকা তাকে দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন।

নাযের যিয়াফতের সহকারী মুরব্বী সিলসিলাহ্ আসিফ মজিদ সাহেব বলেন, কখনো কখনো জনসমাগম বেশি হওয়ার কারণে অতিথিদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে সমস্যা হতো। কোন কোন অতিথি প্রকাশ্যে, বরং অফিসে এসেও অনেক কঠোর বাক্যবাণে জর্জরিত করত। কিন্তু মরহুম অত্যন্ত হাসিমুখে সবকথা শুনতেন। তিনি বলেন, আর কখনো কখনো আমি তাকে করজোড়ে ক্ষমা চাইতেও দেখেছি। মরহুম যেসব অতিথির কাছে ক্ষমা চাইতেন তাদের কেউ কেউ তাঁর সন্তানদের সমবয়সী হতো। একবার অতিথিদের প্রস্থানের পর আমি নিবেদন করি যে, মালেক সাহেব! এই বাচ্চার কাছে আপনার করজোড়ে ক্ষমা চাওয়া আমার জন্য খুবই মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে। তিনি বলেন, তোমার কেন কষ্ট হয়েছে?আমি করজোড় করেছি, তুমি নও। আর স্মরণ রেখো, তারা যার অতিথি, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), তিনি অতিথিদের মনজয়ের জন্য খালি পায়ে ছুটে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

এরপর আসিফ সাহেব বলেন, একবার এই অধম তার অফিসে বসে ছিলাম, তখন তিনি একটি ঘটনা শুনান যে, একদিন এক বয়স্ক ব্যক্তি অগ্নিশর্মা হয়ে আমার অফিসে প্রবেশ করেন আর পাঞ্জাবী ভাষায় আমাকে (অর্থাৎ মালেক সাহেবকে) সম্বোধন করে বলেন, তুমি কি মালেক মুনাওয়ার জাভেদ? মালেক সাহেব বলেন, হ্যাঁ, আমিই মালেক মুনাওয়ার জাভেদ। তখন সেই বয়স্ক অতিথি পাঞ্জাবী ভাষায় বলেন, এটি কি তোমার বাবার অতিথিশালা? মালেক সাহেব বলেন, না, বাবাজী! এটি আমাদের উভয়ের পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গরখানা। এ উত্তর শুনে সেই বয়স্ক ব্যক্তি আশ্বস্ত হন আর এরপর অত্যন্ত শান্তভাবে ও ভালোবাসার সাথে নিজের সমস্যার কথা বলেন এবং চলে যান।

কখনো কখনো অতিথিরাও বাড়াবাড়ি করে ফেলে। আমার কাছেও অভিযোগ আসে যে, দারুয্ যিয়াফতে বা অতিথিশালায় এই দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তদন্তের পর জানা যায় অতিথিদেরও ধৈর্য নেই। আমাদের বা আমাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অবশ্যই তাদের অর্থাৎ অতিথিদের সম্মান করা উচিত, কিন্তু অতিথিদেরও উচিত উন্নত আচার আচরণ প্রদর্শন করা আর কোন সময় এমন পরিস্থিতির উদয় হলে ব্যবস্থাপকদের সাথে সহযোগিতা করা উচিত। যাহোক, মালেক সাহেব ওয়াক্ফ হিসেবে নিজের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন। আমি যখন যুগপৎ নাযের আলা ও নাযের যিয়াফত ছিলাম তখন তিনি সহকারী নাযের যিয়াফত ছিলেন। আমি দেখেছি যে, তিনি জামা'তের সহায়সম্পত্তির (রক্ষণাবেক্ষণের) বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন আর সত্য-সঠিক কথা বলা থেকে কখনো বিরত থাকতেন না। যদিও তিনি আমার সহকারী ছিলেন, কিন্তু তার মতে কোন বিষয় জামা'তের স্বার্থের অনুকূলে হলে আর আমি ভিন্ন কথা বলে থাকলে নির্দ্বিধায় আমার মতের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন যদি আমরা এভাবে কাজ করি তাহলে বেশি কল্যাণকর হবে। সব ওয়াকফে যিন্দেগীর মাঝেই এই বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত; অর্থাৎ ভদ্রতার গণ্ডিতে থেকে নিজের মতামত সঠিকভাবে উপস্থাপন করা উচিত। খিলাফতের সাথে তাঁর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল অনেক উন্নতমানের যার বহিঃপ্রকাশ তার প্রতিটি পত্রে হতো। যখনই সাক্ষাত করতেন তার প্রতিটি সাক্ষাতে এর ধারণা পাওয়া যেতো– তিনি দু'বার আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও মাগফিরাত করুন তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার স্ত্রী-সন্তানকে ধৈর্য ও মনোবল দিন এবং তাদেরকে তার সকল পুণ্যকর্ম অব্যাহত রাখারও তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, মোহতরম শেখ মাহবুব আলম খালেদ সাহেবের পুত্র জনাব প্রফেসর মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেবের, যিনি ২০২০ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৮১ বছর বয়সে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন**। যেমনটি আমি বলেছি, তাঁর পিতা ছিলেন শেখ মাহবুব আলম খালেদ সাহেব, যিনি পূর্বে টিআই কলেজের প্রফেসর ছিলেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস তাকে নাযের বায়তুল মাল আমদ নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকাল তিনি নাযের বায়তুল মাল আমদ হিসেবে কাজ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করেন। শামিম খালেদ সাহেব তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে রয়েছেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী শাহেদা মুনাওয়ার শামিম সাহেবা আর তার প্রয়াত প্রথম স্ত্রীর ঔরসজাত এক পুত্র খালেদ আনোয়ার সাহেব, যিনি কানাডায় থাকেন। ১৯৬৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস যখন যুগপৎ টি.আই. কলেজের প্রিন্সিআল ও সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর ছিলেন, তখন তিনি মসজিদ মুবারকে মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেবের নিকাহ্ পড়িয়েছিলেন। তখন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেবের বাক্য ছিল, "আমার আন্তরিক বন্ধু প্রফেসর মাহবুব আলম খালেদ সাহেবের পুত্র প্রফেসর মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেব আমার কাছে আমার সন্তানদের মতো প্রিয়"। তার পিতার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সা লেসের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি দীর্ঘ ২৮ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লায় কাজ করেছেন। যতদিন কলেজ জাতীয়করণ করা হয় নি তিনি টি.আই. কলেজেই প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছেন, আর এরপরও আমার মনে হয় তার জীবনের বেশিরভাগ অংশ রাবওয়ার কলেজেই কেটেছে।

মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী শাহেদা সাহেবা লিখেন, তার দাদা ছিলেন খান সাহেব মৌলভী ফরযন্দ আলী সাহেব, যিনি লণ্ডন মসজিদের সাবেক ইমাম এবং নাযের বায়তুল মাল হিসেবেও কাজ করেছেন।

তিনি লিখেন যে, মুনাওয়ার শামিম খালেদ সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। জুমুআর খুতবা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং খুতবার গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো নোট করতেন। রীতিমত নামায ও রোযা পালনকারী, তাহাজ্জুদগুযার,জামা'তের সাথে পাঁচবেলার নামায আদায়কারী ছিলেন। অসুস্থতার কারণে মসজিদে যাওয়া যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন খুব মর্মপীড়ায় ভুগতেন আর প্রায়শ বিগলিত কণ্ঠে বলতেন যে, আমি মসজিদে যেতে পারি না। অসুস্থতার দিনগুলোও তিনি পরম ধৈর্য-স্থৈর্যও সাহসিকতার সাথে কাটিয়েছেন। কখনো কোন কষ্ট প্রকাশ করেন নি, কোন অভিযোগ মুখে আনেন নি। সবসময় মুখে আলহামদুলিল্লাহ্ই ছিল। ধর্মের সেবার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও পরিশ্রম তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। অতি নীরবে জামা'তের কাজ করতেন। খুবই স্নেহশীল, বিশ্বস্ত এবং ভালবাসাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শনকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কলেজে যখন পড়াতেন, তখন কিছুকাল আমিও তাঁর ছাত্র ছিলাম। এরপর আমি যখন আমীরে মোকামী ও নাযের আলা নিযুক্ত হই তখন তিনি আমার প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করেন। কখনো এটি বোঝানোর চেষ্টা করেন নি যে, তুমি আমার ছাত্র ছিলে। খিলাফত ব্যবস্থা ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার পরম আনুগত্যকারী ও মান্যকারী ছিলেন। আমার খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পরও (আমার প্রতি) তার সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ছিল অসাধারণ। আল্লাহ তা'লা তার প্রতি দয়া ও মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন, নিজ প্রিয়দের মাঝে তাঁকে স্থান দিন। তার পরিবার পরিজনকেও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। জুমুআর নামাযের পর তাদের উভয়ের গায়েবানা জানাযাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

M.Sc. Physics+ B.Ed. শিক্ষক চাই

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান-এর অধীনে নাযারত তালিম একটি শূন্যপদে নিয়োগোর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। নিম্নোলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

১) ইউজিসি অনুমোদিত যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড, এম.এস.সি ফিজিক্স-এ পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

২) কোন উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে অন্ততপক্ষে দুই বছর পদার্থবিদ্যায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩) প্রত্যাশীর বয়স ২২ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৪)কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে।

৫) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে।

৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে।

৬) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

৭) বদর পত্রিকায় ঘোষণার দুই মাস পর পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে।

৮) উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

৯) আবেদন পত্র পূর্ণ হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু ক্রিয়ান্বিত হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

কাদিয়ানের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুস সানাত-এ এয়ারকান্ডিশন -এর একজন প্রশিক্ষক চাই।

দারুস সানাত-এ এয়ারকান্ডিশন -এর কাজের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর স্থায়ী পদে একজন কর্মী নিয়োগ করা হবে। দারুস সানাআত বিভাগে সারা ভারত থেকে আসা ছাত্রদেরকে এয়ার কান্ডিশনের কাজ হাতেকলমে শেখানো তাঁর দায়িত্ব হবে। প্রত্যাশীকে অফিস কাজের সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়ে প্রয়োজন অনুসারে কাজে ডাকা হতে পারে। অভিজ্ঞ প্রত্যাশীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

*প্রত্যাশীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিদেনপক্ষে ITI/ NSIC বা তার সমতূল্য ডিপ্লোমা থাকতে হবে। * জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। * প্রত্যাশীকে তত্ত্ববিদ্যা শেখানোর পাশাপাশি হাতেকলমে কাজ করে দেখানোর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। * কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। * লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। *প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।* প্রত্যাশীকে নাযারত দিওয়ানের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সরকারি জন্ম-শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জামাতের আই.এন.ডি কার্ড-এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। * উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন। এই ঘোষণার তিন মাসের মধ্যে যে আবেদনগুলি আসবে সেগুলিই গণ্য করা হবে। * ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিজেদের আবেদনপত্র জামাতের সদর/মুবাল্লিগ ইনচার্জ/জেলা আমীরের প্রত্যায়িত স্বাক্ষর ও মোহর সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। * ইন্টারভিউ-এর সময় আসল সনদ গুলি সঙ্গে আনতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

করোনা ভাইরাস থেকে ছড়িয়ে পড়া মহামারি থেকে রক্ষা পেতে হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থাপত্র

সারা বিশ্বে corona virus দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে প্রতিষেধক হিসেবে নিম্নোক্ত ঔষধ সেবন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রতিষেধক হিসেবে

১) প্রতিষেধক ওষুধগুলি দুই সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত বন্ধ রেখে পুনরায় দুই সপ্তাহ সেবন করুন। এভাবে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর পুনরাবৃত্তি করুন। ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদেরকে এই ওষুধ সপ্তাহে একবার দিন।

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

2) 5-15 বছরের বাচ্চা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

ক) **ACONITE-200, ARSENIC ALB -200, GELSINIUM-200**

(খ) **Chellidonium Maj -1x**

এই দুটি ওষুধ ‘ক’ এবং ‘খ’ তিন দিন অন্তর পালাক্রমে (যেমন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার) সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে একবার।

৩) এছাড়া অন্য সকলের জন্য:

1. ACONITE-200
2. ARSENIC ALB -200
3. GELSEMIUM-200

এই তিনটি ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে দুদিন একবার করে । (তিনদিন অন্তর) এবং দশ ফোঁটা ওষুধ সামান্য পরিমাণ জলসহ সপ্তাহে তিন দিন (দুই দিন অন্তর) একবার করে।

মহামারি দ্বারা আক্রান্ত হলে

1) Influenzum-200, Bacillinum-200, Diptherinum-200

এক সপ্তাহ সকাল-সন্ধ্যা, এরপর সপ্তাহে দুইবার (তিনদিন অন্তর)

২) Arnica-30, Baptisea-30, Arsenic Alb-30,Hepar Sulph-30, Nat. Sulph-30

দশ দিনে দুই থেকে তিন বার

৩) Chellidonium Maj -1x সামান্য জলসহ দশ ফোঁটা করে দিনে দুইবার।

কাদিয়ান দারুল আমান-এ বাৎসরিক ইজতেমা

৮) উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

কাদিয়ান দারুল আমান-এ ভারতের অঙ্গ সংগঠনগুলির (মজলিস আনসারুল্লাহ্, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাউল্লাহ্) বাৎসরিক জাতীয় ইজতেমার জন্য সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) সহৃদয়তাপূর্বক মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। ইজতেমার তারিখ গুলি হল ১৬, ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর, ২০২০। (যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রবিবার)

অঙ্গ সংগঠনগুলির সকল সদস্যদেরকে কাদিয়ানের আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করা উচিত। এই ইজতেমা তরবীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)**

বিবেকের স্বাধীনতা ও ইসলাম

সৈয়্যেদনা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ)।

অনুবাদক ঃ- আবু তাহের মন্ডল

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানের রহিম

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ) মোরযান সরে ইউ কের 'বায়তুল ফুতুহ' মসজিদে গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর ২০১২ খোতবা জুম্মায় বলেন, গত জুম্মাতে যখন আমি এই মসজিদে জুম্মা পড়াতে এসেছিলাম তখন গাড়ি থেকে নামতেই আমি দেখলাম যে, সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের একটি বিরাট সংখ্যা এখানে অপেক্ষারত আছে। অতএব আমার জিজ্ঞাসার পরে স্থানীয় আমির সাহেব বললেন যে, আমেরিকাতে আঁ হুজুর (সাঃ) কে নিয়ে যে হৃদয় (বিদারক দুঃখ জনিত) ফিল্ম বানানো হয়েছে এবং যার প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে, এই প্রসঙ্গে এরা আহমদীদের প্রতিক্রিয়া দেখতে এসেছেন। আমি বললাম ঠিক আছে, আপনি ওনাদের বলুন যে, আমি এই বিষয়েই খোতবা দেব আর সেখানেই আহমদীদের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করব। এটাও আল্লাহতা'লার কাজ যে, তিনি মিডিয়ার একটা বিরাট সংখ্যাকে এখানে টেনে এনেছেন এবং আমার মনের মধ্যেও ভাবের উদয় ঘটিয়েছেন যে, এই বিষয়ে আমি কিছু বলি----------।

বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিগণ ছাড়াও বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। যার মধ্যে বিবিসি পরিচালিত নিউজ টাইম বিবিসি এর প্রতিনিধি, নিউজিল্যান্ড ন্যাশনাল টেলিভিসনের প্রতিনিধি, ফ্রান্সের টেলিভিসনের প্রতিনিধি সহ বহু সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি যিনি আমার ডানদিকে বসেছিলেন উনি প্রথমেই জিজ্ঞাসার সুযোগ পান। তিনি এই প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি বার্তা দিতে চান? আমি তাকে বললাম বার্তাতো আপনি শুনেছেন। তিনি খোতবার রেকর্ড শুনছিলেন এবং অনুবাদও শুনছিলেন। আঁ হুজুর (সাঃ) এর পদমর্যাদা প্রসঙ্গে আমি বর্ণনা করেছি যে, তাঁর (সাঃ) মর্যাদা অতি উচ্চ এবং তাঁর (সাঃ) জীবনাদর্শ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুকরণ যোগ্য। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মুসলমানদের পক্ষ থেকে দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ হওয়া একদিক দিক দিয়ে ঠিকই ছিল। কিন্তু কোন কোন জায়গায় তাদের পরিবেশন ভুল হচ্ছে। আমাদের দৃষ্টিতে হুজুর (সাঃ) এর যে পদমর্যাদা , সেখানে বস্তুবাদী মানুষের দৃষ্টি পৌঁছাতে সক্ষম নয়। এই কারণে বস্তুবাদীদের এই অনুভূতি নেই যে এই কথায় আমাদের মন কতদূর ও কতখানি দুঃখিত হতে পারে। এ রকম গতিবিধি দুনিয়ার শান্তিকে নষ্ট করে। নিউজিল্যান্ডের একজন প্রতিনিধির এই কথার উপর বেশি গুরুত্ব দিল যে, "আপনি বড় শক্ত শব্দে বলেছেন তারা জাহান্নামে যাবেন।" এটা তো বড়ই শক্ত শব্দ আর আপনিও ঐ মানুষের সঙ্গী হয়ে গিয়েছেন । শব্দগুলো তো এই ছিল না কিন্তু তার অভিব্যক্তি থেকে এই অর্থই মনে হচ্ছিল কারণ তিনি বারংবার ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তাকে আমি বললাম ঐ সকল মানুষ যারা আল্লাহতা'লার প্রিয় ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে এমন কুকথা বলেন, এবং তাঁকে হাঁসি ঠাট্টা করতে থাকেন এবং বোঝানোর পরেও তারা বিরত হয় না এবং তাকে হাঁসি ঠাট্টার পাত্ররূপে চিহ্নিত করে তখন আল্লাহতা'লার ঐশ্বরীক শক্তিও কাজ করে এবং (ধ্বংস)ও আসতে পারে। আর ঐ সকল মানুষদেরকে আল্লাহ ধৃত করেন ---------। আমরা প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাহ্যিক বল প্রয়োগ এবং ভাঙচুর করাকে পছন্দ করি না আর আপনারাও কোন আহমদীকে দেখবেন না যে তারা এই প্রকার ঝগড়া ও বিবাদে অংশ নিয়েছেন। সংবাদ পরিবেশনকারীরা আমার এই অভিব্যক্তি খবরে দেখানোর পরে বিশদ বর্ণনা দেন যে এই জামাত মুসলমানদের একটি সংখ্যা লঘু জামাত এবং অপরাপর মুসলমানদের পক্ষ থেকেও তারা ভাল ব্যবহার পাননা সুতরাং দেখা যাক যে তাদের খলিফা যে বার্তা দিয়েছেন তার আওয়াজ এবং পয়গাম আহমদী মুসলমান ভিন্ন অন্যান্য মুসলমানদের উপর প্রভাব ফেলছে কিনা?-----

"নিউজ টাইম" যা এখানকার স্থানীয় চ্যানেল, তার প্রতিনিধি বলেন যে আমি এই ফিল্ম দেখেছি। তার মধ্যে তো এমন কিছু কথা নেই যার কারণে এত বেশি চিৎকার করে মুসলমানরা এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। আর আপনিও এর উপর বিশদ রূপে খোতবা দিয়ে দিয়েছেন এবং কোন কোন জায়গায় কড়া ভাষায় এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এত প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ছিল। ইন্নালিল্লাহে। এই তো ঐ সকল মানুষের চারিত্রিক অবস্থা। আমি তাকে বললাম যে জানিনা আপনি কিরূপে দেখেছেন এবং আপনার দেখার দৃষ্টি কতখানি? আঁ হুজুর (সাঃ) কে মুসলমানরা কি দৃষ্টিতে দেখে, তার (সাঃ) (এর) প্রতি মুসলমান জগৎ মনে কি প্রকার ভালবাসা আবেগ রাখে আপনি তা বুঝতে পারবেন না। আমি বললাম যে, আমি ফিল্ম দেখিনি ঠিকই কিন্তু যারা দেখেছে এক দুইটি ঘটনা তারা আমাকেও শুনিয়েছে যা সহ্যের বাইরে আর আপনি বলছেন যে এ্টা কোন ব্যাপারই না? এই কথা শোনার পর আমি ফিল্ম দেখার কথা চিন্তাই করতে পারিনা। এর ভিতর যা কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে শুনে রক্ত গরম হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম যদি আপনার পিতাকে কেউ গালি দেয়, গালমন্দ করে অপছন্দনীয় কথা বলে তার প্রতি আপনার ব্যবহার কিরূপ হবে? আপনি কি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন? আপনি কি তখন এটাকে ঠিক বলবেন? মুসলমানদের দৃষ্টিতে আঁ হুজুর (সাঃ) এর মর্যাদা এর চাইতে অনেক উচ্চে। সেই জায়গায় কেউ পৌঁছাতে পারবে না। ঐ সকল লোক নিজেদের অভ্যাসের কোন পরিবর্তন করছে না আর করবেও না। সাধারণ মুসলমানরা যে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে এরা আরও বেশি আমাদের মনকে ব্যথিত করার প্রচেষ্টায় আছে। নিজেদের অশালীন ব্যবহারকে এরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রসার করে চলেছে। মাত্র দুই দিন পূর্বে স্পেনের একটি সংবাদ পত্রেও এই চিত্র অঙ্কন করে তা ছাপানো হয় আর এ কথা বলা হয় যে, এটা তামাশাও বটে, আবার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার উত্তরও বটে। অতএব আমাদেরকে উক্ত ব্যক্তিদের মুখ বন্ধ করার জন্যে সম্মানীত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের এ কথা বলা অবশ্যক যে, এই অন্যায় আচরণ পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত করছে সুতরাং যতদূর সম্ভব তাদের স্বেচ্ছাচারী রীতিনীতির প্রকৃত সত্যতা কি তা পৃথিবী বাসীকে অবগত করানো দরকার।

রাণী ভিক্টেরিয়ার যখন ডায়মণ্ড জুবিলি হয়, তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) "তোহফা কায়সারিয়া" নামক একটি পুস্তক রচণা করে রাণীকে পাঠিয়েছিলেন। যেখানে তিনি (আঃ) মালিকার ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থার প্রশংসা করেছিলেন, আবার এই ইসলামের পয়গামও দিয়েছিলেন, আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক ও ধর্মীয় বুজুর্গ ও নবীদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আর একথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পদ্ধতি কি হওয়া উচিৎ। বর্তমানে যখন রাণী এলিজাবেথের ডায়মণ্ড জুবিলি হয় তখন পুস্তক "তোহফা কায়সারিয়া"র অনুবাদ প্রিন্ট করে সুন্দর কভার এর সহিত তাঁকে পাঠান হয়। রাণীর নির্দিষ্ট বিভাগ যাদেরকে আমার পত্র সহ এই পুস্তক উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল, তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উত্তরও পেয়েছি। এমন কি জানানো হয়েছে যে, রাণীর নিজস্ব সংরক্ষিত পুস্তকাদির সহিত এটা রাখা হয়েছে এবং রাণী তা পড়বেন। যাই হোক রাণী পড়ুন বা না পড়ুন আমরা আমাদের দ্বায়িত্ব পালন করেছি। বর্তমান পৃথিবীর এই অশান্ত পরিবেশ, সেই যুগেও ছিল বরং কিছু বিষয়ে বৃদ্ধিও পেয়েছিল। আর বর্তমানে এরা ইসলামের উপর ও আঁ হুজুর (সাঃ) এর চরিত্রের উপর আক্রমণ ও তাঁকে (সাঃ) নিয়ে হাঁসি ঠাট্টা করেই চলেছে এবং এই অপকর্মে আরও এগিয়ে চলেছে--------।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহতা'লার আদিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একান্ত জরুরি নবীগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা সঙ্গে আনার দাবি করেন এবং তার জামাত উন্নতি করতে থাকে, তখনই সেই জামাত অথবা সেই লোকেরা যে খোদার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণিত হয়। অতএব খোদার পক্ষ থেকে আগমন কারীকে সম্মান জানানো প্রয়োজন যাতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নবীগণের মর্যাদা কি এই প্রসঙ্গে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর একটি উক্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি-

"তিনি (আঃ) বলেন, সুতরাং এই নিয়মই খোদাতা'লার চিরন্তন

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

নিয়মাবলীর অন্তর্ভূক্ত” (অর্থাৎ সেই নিয়ম যা পার্থিব রাজত্বেও কোন এমন কথা যা তারা বলেন নি, তা তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হলে, তারা তা সহ্য করতে পারেন না । তাহলে আল্লাহ কিরূপে তা সহ্য করবেন? বলুন।) সুতরাং এই নিয়মই আল্লাহর চিরস্থায়ী নিয়মের অন্তর্ভূক্ত যে, তিনি (আল্লাহ) মিথ্যা নবীর দাবিদারকে অবকাশ দেননা। বরং ও অতি সত্বর সে ধৃত হয় এবং সাজা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই নিয়ম অনুযায়ী ঐ সকল মানুষদেরকে সম্মানের চোখে দেখা প্রয়োজন। আর তারাই সত্য মানব যারা কোন না কোন যুগে নবীর দাবি করেছেন। তারপর তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে তাদের বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে এবং দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছে ও দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়েছে। এখন যদি আমরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে ভুল পাই অথবা তাদের মান্যকারীদের অন্যায় আচরণে লিপ্ত থাকতে দেখি, তাহলে এই মলিনতার দাগ তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার উপর লাগান আমাদের উচিৎ হবে না। কারণ পুস্তক বিকৃত হওয়া সম্ভব অনিচ্ছা সত্বেও ভুল ভ্রান্তি তফসিরে প্রবেশ করা সম্ভব। এক ব্যক্তি প্রকাশ্য আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেন এবং বলেন যে, আমি তাঁর (আল্লাহ) নবী এবং নিজের কথা উপস্থাপন করেন এবং বলেন যে, “এ আল্লাহর কালাম” অথচ সে নবী নয়। আর তার কালামও আল্লাহর কালাম নয়। অথচ আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের মত অবকাশ দেয় (অর্থাৎ এত কিছু হওয়া সত্বেও আল্লাহ তাকে সুযোগ দেয়) এবং সত্যবাদিদের ন্যায় তার দোয়া পূর্ণ করেন এ কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অতিব সঠিক ও বরকতপূর্ণ এবং যদিও তা সন্ধির ভিত্তি স্থাপনকারী হয়। তথাপি আমরা এমন সকল নবীকে সত্যবাদি নবী মনে করি। যাদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বয়স বৃদ্ধি হয়েছে এবং কোটি কোটি লোক সেই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই নীতি অতিব শুভাকাঙ্খি । যদি সারা জগৎ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে হাজার ঝগড়া বিবাদ এবং ধর্মীয় অপবাদ যা মানব জাতির অশান্তির কারণ, তা দূরিভূত হবে। এ কথা পরিষ্কার যে যারা কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে সেই ব্যক্তির আজ্ঞাবাহী মনে করেন যা তাদের তাদের ধারনা মতে মিথ্যুক ও প্রতারক। তারাই বহু ফিৎনার ভিত্তি স্থাপনা কারী। এবং অরপাধ জগতের অপরাধি বলে পরিগণিত হয়। তারাই নবীর মর্যাদাহানীতে অশোভনীয় বাক্য উচ্চারণ করে এবং নিজের বাক্যাবলীকে অশ্লিলতার চরমত্বে পৌঁছায়। আর শান্তিকামীও সাধারণ মানুষের শান্তিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অথচ তার এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুল এবং সে তার অশ্লিল বাক্যের দ্বারা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যাচারী বিবেচিত হয়। তিনি আল্লাহ যিনি অযাচিত অসীম দাতা পরম দয়াময়। তিনি কখনই চাননা যে একজন মিথ্যুককে অত্যাধিক উন্নতি দিয়ে দেয় এবং তার ধর্মের ভিত্তি মজবুত করে মানুষকে ধোকা দেয়। আর তিনি এ উচিৎ মনে করেন না যে, একজন ধোকাবাজও মিথ্যুক হওয়া সত্বেও দুনিয়ার দৃষ্টিতে সত্য নবীর সমকক্ষ হয় অতএব এই নীতি অতিব প্রিয় এবং নিরাপত্তা ও শান্তির ভিত্তি স্থাপনকারী এবং চারিত্রিক অবস্থার উন্নতি সাধনকারী যে আমরা ঐ সকল নবীদেরকে সত্য মনে করি যারা এই প্রথিবীতে আগমন করেছেন। তাই তিনি ভারতেই আসুন বা চীনে বা অন্য কোন দেশে। কোটি কোটি মানুষের মনে আল্লাহ তার সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। আর বহু শতাব্দি ধরে ঐ ধর্ম চলে আসছে। এই সেই নীতি যা কোরআন আমাদের কে শিখিয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী যে সকল ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের জীবন চরিত এই পরিচয়ের অধিনে এসে গেছে তাদেরকে আমরা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি তাই কোন হিন্দু ধর্মের হোক বা পারস্য ধর্মের বা চীন ধর্মের বা ইহুদী ধর্মের বা খৃষ্ট ধর্মের হোক না কেন।

পরিতাপ এই যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সহিত ঐ রূপ উত্তম আচরণ করতেই পারেনা কারণ আল্লাহর এই পবিত্রও অটল নিয়ম প্রসঙ্গে তারা অবগতই নয়, যেকোন মিথ্যা নবীর দাবীদারকে ঐরূপ বরকত ও সম্মান দান করা হয় না যা সত্যবাদী নবীকে দিয়ে থাকেন। মিথ্যা নবীর ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়না যেরূপ সত্যনবীর ধর্ম মজবুত হয় ও স্থায়ী হয়। এই ধারনা প্রসূত মানুষ যারা গোত্রীয় নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার শত্রু। কারণ কোন গোত্রের বুজুর্গদের গালি দেওয়ার চাইতে জঘন্যতম ফেৎনার কথা আর কিছুই নেই। এমনও সময় আসে যখন মানুষ তার নিজের জীবনও বিসর্জন দেওয়া পছন্দ করে, কিন্তু তার প্রেমাস্পদের বিরুদ্ধে কোন মন্দ কথা সহ্য ইসলামের পয়গামও দিয়েছিলেন, আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক ও ধর্মীয় বুজুর্গ ও নবীদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আর একথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পদ্ধতি কি হওয়া উচিৎ। বর্তমানে যখন মালিকা এলিজাবেথের ডায়মণ্ড জুবিলি হয় তখন পুস্তক “তোহফা কায়সারিয়া”র অনুবাদ প্রিন্ট করে সুন্দর কভার এর সহিত মালিকাকে পাঠান হয়। মালিকার নির্দিষ্ট বিভাগ যাদেরকে আমার পত্র সহ এই পুস্তক উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উত্তরও পেয়েছি এমন কি জানানো হয়েছে যে, মালিকার নিজস্ব সংরক্ষিত পুস্তকাদির সহিত এটা রাখা হয়েছে এবং মালিকা তা পড়বেন। যাই হোক মালিকা পডুক বা নাপডুক আমরা আমাদের দ্বায়িত্ব পালন করেছি। বর্তমান পৃথিবীর এই অশান্ত পরিবেশ, সেই যুগেও ছিল বরং কিছু বিষয়ে বৃদ্ধিও পেয়েছিল। আর বর্তমানে এরা ইসলামের উপর ও আঁ হুজুর (সাঃ) এর চরিত্রের উপর আক্রমণ ও তাঁকে (সাঃ) নিয়ে হাঁসি ঠাট্টা করেই চলেছে এবং এই অপকর্মে আরও উন্নতি করছে--------।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহতা’লার আদিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একান্ত জরুরি নবীগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা সঙ্গে আনার দাবি করেন এবং তার জামাত উন্নতি করতে থাকে, তখনই সেই জামাত অথবা সেই লোকেরা যে খোদার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণিত হয়। অতএব খোদার পক্ষ থেকে আগমন কারীকে সম্মান জানানো প্রয়োজন যাতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নবীগণের মর্যাদা কি এই প্রসঙ্গে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর একটি উক্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি-

“তিনি (আঃ) বলেন, সুতরাং এই নিয়মই খোদাতা’লার চিরন্তন নিয়মাবলীর অন্তর্ভূক্ত” (অর্থাৎ সেই নিয়ম যা পার্থিব রাজত্বেও কোন এমন কথা যা তারা বলেননি, তা তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হলে, তারা তা সহ্য করতে পারেন না । তাহলে আল্লাহ কিরূপে তা সহ্য করবেন? বলুন।) সুতরাং এই নিয়মই আল্লাহর চিরস্থায়ী নিয়মের অন্তর্ভূক্ত যে, তিনি (আল্লাহ) মিথ্যা নবীর দাবিদারকে অবকাশ দেননা। বরং ও অতি সত্বর সে ধৃত হয় এবং সাজা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই নিয়ম অনুযায়ী ঐ সকল মানুষদেরকে সম্মানের চোখে দেখা প্রয়োজন। আর তাদেরকেই সত্য মানব যারা কোন না কোন যুগে নবীর দাবি করেছেন। তারপর তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে তাদের বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে এবং দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছে ও দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়েছে। এখন যদি আমরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে ভুল পাই অথবা তাদের মান্যকারীদের অন্যায় আচরণে লিপ্ত থাকতে দেখি, তাহলে এই মলিনতার দাগ তাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার উপর লাগান আমাদের উচিৎ হবে না। কারণ পুস্তক বিকৃত হওয়া সম্ভব অনিচ্ছা সত্বেও ভুল ভ্রান্তি তফসিরে প্রবেশ করা সম্ভব। এক ব্যক্তি প্রকাশ্য আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেন এবং বলেন যে, আমি তাঁর (আল্লাহ) নবী এবং নিজের কথা উপস্থাপন করেন এবং বলেন যে, “এ আল্লাহর কালাম” অথচ সে নবী নয়। আর তার কালামও আল্লাহর কালাম নয়। অথচ আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের মত অবকাশ দেয় (অর্থাৎ এত কিছু হওয়া সত্বেও আল্লাহ তাকে সুযোগ দেয়) এবং সত্যবাদিদের ন্যায় তার দোয়া পূর্ণ করেন এ কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অতিব সঠিক ও বরকতপূর্ণ এবং যদিও তা সন্ধির ভিত্তি স্থাপনকারী হয়। তথাপি আমরা এমন সকল নবীকে সত্যবাদি নবী মনে করি। যাদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বয়স বৃদ্ধি হয়েছে এবং কোটি কোটি লোক সেই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এই নীতি অতিব শুভাকাঙ্খি । যদি সারা জগৎ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে হাজার ঝগড়া বিবাদ এবং ধর্মীয় অপবাদ যা মানব জাতির অশান্তির কারণ, তা দূরিভূত হবে। এ কথা পরিষ্কার যে যারা কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে সেই ব্যক্তির আজ্ঞাবাহী মনে করেন যা তাদের তাদের ধারনা মতে মিথ্যুক ও প্রতারক। তারাই বহু ফিৎনার ভিত্তি স্থাপনা কারী। এবং অরপাধ জগতের অপরাধি বলে পরিগণিত হয়। তারাই নবীর মর্যাদাহানীতে অশোভনীয় বাক্য

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)**

যুগ খলীফার বাণী

“আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।”

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

উচ্চারণ করে এবং নিজের বাক্যাবলীকে অশ্লিলতার চরমত্বে পৌঁছায়। আর শান্তিকামীও সাধারণ মানুষের শান্তিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অথচ তার এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুল এবং সে তার অশ্লিল বাক্যের দ্বারা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যাচারী বিবেচিত হয়। তিনি আল্লাহ যিনি অযাচিত অসীম দাতা পরম দয়াময়। তিনি কখনই চাননা যে একজন মিথ্যুককে অত্যাধিক উন্নতি দিয়ে দেয় এবং তার ধর্মের ভিত্তি মজবুত করে মানুষকে ধোকা দেয়। আর তিনি এ উচিৎ মনে করেন না যে, একজন ধোকাবাজও মিথ্যুক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার দৃষ্টিতে সত্য নবীর সমকক্ষ হয় অতএব এই নীতি অতিব প্রিয় এবং নিরাপত্তা ও শান্তির ভিত্তি স্থাপনকারী এবং চারিত্রিক অবস্থার উন্নতি সাধনকারী যে আমরা ঐ সকল নবীদেরকে সত্য মনে করি যারা এই প্রথিবীতে আগমন করেছেন। তাই তিনি ভারতেই আসুন বা চীনে বা অন্য কোন দেশে। কোটি কোটি মানুষের মনে আল্লাহ তার সম্মান শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। আর বহু শতাব্দি ধরে ঐ ধর্ম চলে আসছে। এই সেই নীতি যা কোরআন আমাদের কে শিখিয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী যে সকল ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের জীবন চরিত এই পরিচয়ের অধিনে এসে গেছে তাদেরকে আমরা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখি তাই কোন হিন্দু ধর্মের হোক বা পারস্য ধর্মের বা চীন ধর্মের বা ইহুদী ধর্মের বা খৃষ্ট ধর্মের হোক না কেন।

পরিতাপ এই যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের সহিত ঐ রূপ উত্তম আচরণ করতেই পারে না কারণ আল্লাহর এই পবিত্রও অটল নিয়ম প্রসঙ্গে তারা অবগতই নয়, যে কোন মিথ্যা নবীর দাবীদারকে ঐরূপ বরকত ও সম্মান দান করা হয় না যা সত্যবাদী নবীকে দিয়ে থাকেন। মিথ্যা নবীর ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়না যেরূপ সত্যনবীর ধর্ম মজবুত হয় ও স্থায়ী হয়। এই ধারণা প্রসূত মানুষ যারা গোত্রীয় নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার শত্রু। কারণ কোন গোত্রের বুজুর্গদের গালি দেওয়ার চাইতে জঘন্যতম ফেৎনার কথা আর কিছুই নেই। এমনও সময় আসে যখন মানুষ তার নিজের জীবনও বিসর্জন দেওয়া পছন্দ করে, কিন্তু তার প্রেমাস্পদের বিরুদ্ধে কোন মন্দ কথা সহ্য করেনা। যদিও কোন ধর্মীয় শিক্ষার উপর আমাদের অভিযোগ থেকে থাকে, তথাপি অশালীন বাক্য দ্বারা তাদের নবীর সম্মানহানী করা আমাদের উচিৎ হবেনা। বরং সেই জাতির সেই সময়ের কর্মের উপর অভিযোগ করুন (অর্থাৎ যদি কোন ভুল সেই জাতীর মধ্যে থেকে থাকে তাহলে সেই জাতির ভুলের উপর অভিযোগ করুন নবীর উপর নয়।) স্মরণ রাখবেন যে নবী কোটি কোটি মানুষের কাছে সম্মানীত হয়েছেন এবং শত শত বৎসর ধরে যার সিলসিলা অবিরত চলে আসছে এটা তার খোদা প্রদত্ত হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যদি তিনি খোদার প্রিয় না হতেন তাহলে এইরূপ সম্মান তিনি পেতেন না। মিথ্যুককে সম্মান দেওয়া এবং কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তার ধর্মকে প্রসার করা এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার মিথ্যা ধর্মকে সংরক্ষিত করে রাখা খোদার সুন্নত বিরোধী। সুতরাং যে ধর্ম পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে, প্রতিষ্ঠিত হবে, সম্মানীত হবে এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে তা কখনও মিথ্যা হতে পারেনা। সুতরাং যদি সেই শিক্ষা সমালোচনার যোগ্য হয়, তার কারণ এই হবে যে, (তিনি তার তিনটি কারণ বলেছেন) এক নম্বর তাঁর নির্দেশের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। দুই নম্বর তাঁর নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিন নম্বর কারণ হল হতে পারে আমাদের আপত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। (একটা কথা বুঝতে পারলাম না অথচ আপত্তি করে দিলাম। যেমন আজকাল একজন উঠলেন আর আঁ হুজুর (সাঃ) এর চরিত্রের উপর দোষারোপ করে দিলেন। অথচ তিনি ইতিহাসও পড়েন নি, ঘটনাও জানেন না, কোরআন বোঝেন নি। বলেন যে) সাধারণত লক্ষ্য করা যায় যে, কিছু পাদ্রী সাহেব অজ্ঞতা বশত কোরআন শরীফের ঐ কথার উপর অভিযোগ করেন তওরাতে যাকে সঠিক এবং খোদার শিক্ষা বলে মান্য করা হয়েছে অতএব এমনই অভিযোগের মধ্যে তার নিজের ভুল নিহিত থাকে। (পুনরায় বলেন) সারাংশ এই যে, পৃথিবীর মঙ্গল এবং শান্তি, পুনর্মিলন এবং খোদাভীতি এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা ঐ নবীদের কখনও মিথ্যা বলব না, যাদের সত্যতা শত শত বৎসর ধরে কোটি কোটি মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আর আদিকাল হতে আমাদের উপর আল্লাহর সাহায্য চলে আসছে। আমি বিশ্বাস করি যে, একজন সত্যান্বেষী সে এশিয়ার হোক বা ইউরোপের আমাদের এই নীতিকে পছন্দ করবেন এবং বলবেন যে, হায় আমাদের নীতি এমন কেন হল না!

শক্তি বাম
SAKTI BALM
Mob- 9434056418
শক্তি বাম®
আপনার পরিবারের আসল বন্ধু...
Producted by:
Sri Ramkrishna Aushadhalaya
VILL- UTTAR HAZIPUR
P.O. + P.S.- DIAMOND HARBOUR
DIST- SOUTH 24 PGS. W.B.- 743331
E-mail : saktibalm@gmail.com
দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

(তিনি রাণীকে লেখেন যে) আমি এই নীতিকে এই কারণে ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীর (সেই সময় ভারতের উপর রাণীর রাজত্ব ছিল) সামনে প্রকাশ করছি যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটাই একমাত্র নীতি, যা আমাদের নীতি। ইসলাম গর্ব করতে পারে যে, এমনই পবিত্র আকর্ষণীয় নীতি সে নিজের সাথে রাখে। আমরা কি ঐ সকল ব্যক্তিদের অপমান করতে পারি যাকে আল্লাহ তার অপার অনুগ্রহে এক বিরাট সংখ্যাকে অনুগামী করে দিয়েছে এবং শত শত বৎসর ধরে বাদশাহর মাথা যার সামনে নত হয়ে আসছে? আমাদের কি উচিৎ হবে আমরা আল্লাহর সম্পর্কে এই কুধারণা পোষণ করি যে, তিনি মিথ্যুককে সত্যবাদীর মর্যাদা দিয়ে, সত্যবাদীর মত কোটি কোটি মানুষের পথপ্রদর্শক বানিয়ে, তার আনীত ধর্মকে দীর্ঘস্থায়ী করে, তার সমর্থনে আসমানী নিদর্শন প্রদর্শন করে মানুষকে ধোঁকা দিতে চান? যদি খোদাই আমাদের ধোঁকা দিতে চান তাহলে আমরা সত্য এবং অসত্যের মধ্যে কিরূপে পার্থক্য করতে পারি? (তিনি আরও বলেন) এটি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মিথ্যা নবীর মান ও মর্যাদা গ্রহণীয়তা ও শ্রেষ্ঠতা এইরূপ প্রকাশিত হওয়া উচিৎ নয় যেমন সত্য নবীর হয়। মিথ্যুকদের পরিকল্পনাও এত জাঁকজমকপূর্ণ হওয়াও উচিৎ নয় যেমন সত্যবাদীদের কাজকর্মে হয়। এই কারণে সত্যবাদীর প্রথমত নিদর্শন এই যে আল্লাহতা'লার চিরস্থায়ী সাহায্য তার সঙ্গে থাকে এবং কোটি কোটি মনে তার ধর্মীয় চারাকে বপন করেন এবং স্থায়িত্ব দান করেন। সুতরাং যে নবীর ধর্মে আমরা এই ধরণের নিদর্শন পাব আমাদের উচিৎ হবে যে নিজের মৃত্যু ও নিরপেক্ষতার দিনগুলো স্মরণ রেখে এইরূপ সম্মানীয় পথ প্রদর্শককে প্রকৃত সম্মান ও ভালবাসা প্রদান করা। এইটাই সেই প্রথম নীতি যা আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যার দ্বারা আমরা বড় চরিত্রের অংশিদার হয়েছি। (তোহফা কায়সারিয়া, রুহানী খাজায়েন, জিল্‌দ ১২, পৃষ্টা ২৫৮-২৬২)

তিনি আরও বলেন যে, এমনই কনফারেন্স হওয়া উচিৎ যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তার নিজের ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করবেন। (তোহফা কায়সারিয়া থেকে চয়নকৃত, রুহানী খাজায়েন জিল্‌দ ১২, পৃঃ-২৭৯)

এই সময় আমরা যদি দেখি, তো বাস্তবতার দিক দিয়ে ইসলামই পৃথিবীর প্রথম ধর্ম। সংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম তো আছেই। এই কারণে অন্যান্য ধর্মের মানুষকে মুসলমানদের, সম্মান করা উচিৎ এবং হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর মর্যাদা অনুযায়ী তাদের সম্মান জানানোর চেষ্টা করা উচিৎ। অন্যথায় পৃথিবীতে বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি হবে। অতএব আমরা যখন পৃথিবীর সকল ধর্মের সম্মান করি তাদের বুজুর্গ ও নবীদের আল্লাহ প্রেরিত মনে করি, তা কেবল মাত্র ঐ সুন্দর শিক্ষার কারণে, যা কোরআন করীম ও হযরত মহম্মদ (সাঃ) আমাদের শিখিয়েছেন এতদসত্ত্বেও ইসলামের শত্রুরা হুজুর (সাঃ) এর প্রসঙ্গে অপ্রিয় বাক্য ব্যবহার করছেন, কিম্ভুত কিমাকার ছবিও বানাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও আমরা কোন ধর্মের নবীও তাদের সম্মানীয় বুজুর্গদের জন্য অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ বা হাসি ঠাট্টা করিনা। এরপরও মুসলমানদেরকে টার্গেট করা হচ্ছে যে, এরাই অশান্তি সৃষ্টি কারী। প্রথমে তারা নিজেরা অশান্তি সৃষ্টির আচরণ করছে, তাদের আবেগকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে এবং যখন তারা উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে তখন বলছে যে মুসলমানরাই অত্যাচারী অতএব এদের বিরুদ্ধে সর্বদিক দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হোক-----।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর ঐ বার্তা যা আমি পড়েছি, বেশি বেশি প্রচার করুন যাতে বিশ্বাসী মানুষ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। বাহ্যদর্শি মানুষরা জানেই না যে হুজুর (সাঃ) এর মর্যাদা আমাদের হৃদয়ে ও একজন সত্যিকার মুসলমানের হৃদয়ে কতখানি? তাঁর (সাঃ) এর শিক্ষা ও বাস্তবিক জীবন কত মনোরম এবং তার মধ্যে কত সৌন্দর্য আছে। হুজুর (সাঃ) এর প্রতি একজন প্রকৃত মুসলমানের ভালবাসা কতখানি তা তারা অনুমান করতে পারবে না।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়....)

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022
Vol. 5 Thursday, 2 April , 2020 Issue No.14

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২ পাতার পর...

এটা আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল। কেননা ঐ পুণ্যবান ব্যক্তির মাধ্যমে আমি এক মহান নবীর আগমন বার্তা পেয়ে ছিলাম এবং আমি বিচলিত ছিলাম যে, কোন ভাবে অতি সত্বর আরব ভূমিতে পৌঁছে যাই, যাতে নবীর সাথে সাক্ষাত লাভ করতে পারি। অতঃপর একদিন আমার মনোষ্কামনা পূর্ণ হল, যখন আমি জানতে পারলাম আরব থেকে আগত ‘কবিলা কল্‌ব’ এর কিছু ব্যবসায়ী আরবের দিকে যাচ্ছেন। আমি ঐ সকল ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিত হলাম এবং নিবেদন করলাম, আমাকেও আপনারা সাথে নিয়ে চলুন। তারা বিনিময়ে আমার কাছ থেকে ভেড়া, ছাগল নিয়ে নিল এবং আমাকে তাদের সাথে নিয়ে আরবের দিকে রওনা হয়ে গেল। যখন আমাদের যাত্রীদল ‘কোরা’ উপত্যকায় পৌঁছল, তখন আমার সাথি সঙ্গি ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পেল। তারা আমার ভেড়া ছাগল পূর্বেই নিয়ে নিয়েছিল, এখন অধিক অত্যাচার এই করল যে, ‘কোরা’ উপত্যকায় তারা আমাকে একটা ইহুদির কাছে ক্রীতদাস সাজিয়ে বিক্রী করে দিল এবং আমি যদিও গন্তব্যস্থানের নিকট পৌঁছেছিলাম, কিন্তু ব্যবসায়ীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস বানিয়ে দেওয়া হল।

হযরত সলমান ফারসী (রাঃ) এর জীবন কাহিনীর এই অংশটুকু শুনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্তর ভাবাবেগে পরিপূর্ণ হল এবং ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে ঐ মহান ব্যক্তিকে দেখতে লাগলেন, যিনি নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য কেবল খোদাতা’লার খাতিরে ত্যাগ করেছিলেন। যিনি একজন স্বাধীন মানুষ থেকে ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছিলেন। যিনি একজন জমিদার ও নিজ অঞ্চলের সম্মানীয় বংশের সন্তান ছিলেন। আর আজ ইহুদীর ক্রীতদাস। একেই বলে সত্য প্রেম। সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সবাই নিজেকে এই ঘটনায় অংশগ্রহণকারী রূপে পরিপূর্ণ রূপে সকলকেই পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে ঐ ঘটনার সহিত একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং অতঃপর কিছু বিরতির পর হযরত সলমান ফারসীর (রাঃ) কণ্ঠস্বরে নীরবতা ভঙ্গ হল ।

“আমি এখন ‘কোরা’ উপত্যকায় নিজ ইহুদি মালিকের দাসত্বে কালাতিপাত করছিলাম যদিও দিন গুলি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু আমি এই আশায় দিন কাটাচ্ছিলাম, হয়ত এই সেই অঞ্চল যার সম্বন্ধে আমায় ঐ সাধু ব্যক্তিটি বলেছিলেন। ‘কোরা’ নামক উপত্যকায় দাসত্বের কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমার ইহুদী মনিবের চাচাত ভাই তার সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন।

তিনি আমাকে পরিশ্রম ও সততার সাথে কাজ করতে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাকে ক্রয় করে নিলেন। এই ব্যক্তি ‘ইয়াসরিব’ (মদিনা) এর অধিবাসী ও ইহুদী ছিলেন এবং বনু কোরাইযা নামক গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এইভাবে আমি আমার নতুন মনিবের সাথে ‘ইয়াসরিব’ এ এসে গেলাম, সেই ইয়াসরিব যা ‘মদিনাতুন্নবী’ গঠিত হওয়ার কথা ছিল।

যদিও আমার এখন ও এই সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আমার গুরু আমাকে যে সমস্ত নিদর্শনাবলীর সংকেত দিয়েছিলেন, তার বেশীর ভাগ ‘ইয়াসরিব’ এর মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং আমার আশা-আকাঙ্খা আর একবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল এবং আমি খোদাতা’লার নিয়তির প্রতীক্ষায় থাকলাম।

এটা সেই যুগ ছিল যখন রসূল করীম (সাঃ) মক্কায় নবুওয়তের দাবী করেছিলেন এবং তাঁর (সাঃ) প্রতি প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছিল। মুসলমানগণকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল এবং অবশেষে আল্লাহতা’লা মুসলমানগণকে ‘হিজরত’ করার অনুমতি প্রদান করলেন।

হুজুর আকরম (সাঃ) আল্লাহতা’লার নির্দেশ অনুসারে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সহ মক্কা থেকে বাহির হলেন এবং আল্লাহর ‘হেফাজতে’ (সংরক্ষণে) যাত্রা করে অবশেষে মদিনা মানোয়ারার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ‘কোবা’ নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। ‘কোবা’ থেকে অনতি দূরে বনু কোরাইযার একটি খেজুর বাগান ছিল, যেখানে আমি ইহুদী মনিবের জমিতে কাজ করতাম । প্রতি দিনের ন্যায় সেই দিনও আমি নিজ কাজে রত হয়ে একটি খেজুর গাছের মাথায় চড়ে খেজুর পাড়ছিলাম। আমার মনিব গাছের তলায় বসে কাজের তদারকি করছিলেন। অকস্মাৎ আমি দেখলাম, আমার মনিবের এক আত্মীয় দ্রুত পদক্ষেপে আমার দিকে এলেন এবং ‘আনসার’ গোত্রকে গালিগালাজ করে আমার মনিবকে বলতে লাগলেন, এই সব লোক কোবায় এক ব্যক্তির কাছে একত্রিত হয়েছে, যিনি নিজেকে নবী বলছে, আর আজ মক্কা থেকে এখানে এসেছে।

ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে কথাবার্তা শুনে আমি যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। আশা-আকাঙ্খায় আমার শরীর এক রকম কম্পমান হয়ে গেল। আর আমার এই রকম মনে হল যেন গাছ থেকে নিচে পড়ে যাব। আমার এক অদ্ভূত অবস্থা ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি কি করব আর কি না করব এবং মনের অবস্থা কাকে বলব? আমি ধৈর্য্য ধারণ করতে না পেরে গাছ থেকে নেমে এলাম এবং মনিবের আত্মীয়কে যিনি সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি বলছিলেন? আমার মনিব যখন আগ্রহ ও অস্থিরতা দেখলেন, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে আমাকে সজোরে চড় মেরে বললেন, এই ব্যাপারে তোমার এত কৌতুহল কেন? তুমি যাও ও নিজের কাজ কর।

আমার কি কোন কৌতুহল নেই এই ব্যাপারে? আমি মনিবের কথা শুনে নিজে মনে মনে চিন্তা করলাম। আমি সেই ব্যক্তিই, যে এক মুহুর্তের নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিল। যে নবীর সাক্ষাত লাভের জন্য গ্রামে গঞ্জে, লোকালয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার অবস্থা তো সেই পথিকের ন্যায় যে মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলে এবং যখন সে নিজ জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে যায় তখন হঠাৎ তার সামনে গন্তব্যস্থান দৃষ্টিগোচর হয় বরং আমি তো সম্ভবত এর চেয়ে বেশী আনন্দিত ছিলাম। কিন্তু ঘোর সাংসারিক ব্যক্তি এই বিষয়টি কেমন করে বুঝতে পারবে। এখন আমার জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, কি ভাবে নবী আরবী (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে (সাঃ) দেখব এবং অনুসন্ধান করব, ইনি কি সেই নবী যার খবর আমার পূর্ববর্তী সাধু সন্ন্যাসিরা আমাকে দিয়েছিলেন । সুতরাং রাত হওয়া মাত্রই আমি কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে কোবা অভিমুখে হুযুরের বাসস্থানে গিয়ে পৌঁছলাম এবং তা উপস্থাপন করে নিবেদন করলাম, আমি জানতে পারলাম, আপনি আল্লাহর একজন পুণ্যবান ব্যক্তি এবং কোবাতেই অবস্থান করছেন। আপনার নিকট কিছু দরিদ্র ও অভাব গ্রস্ত সাথিও আছেন। অতএব আমি ‘সদকা’ রূপে এই খাদ্য সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। যদি এটা গ্রহণ করেন তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। আমি এটা দেখতে চাইছিলাম যে, তিনি (সাঃ) সদকা খান কি না। পুনরায় এই দেখে আমার আনন্দের কোন সীমা থাকল না, হুযুর আকরম (সাঃ) সেই খাবার নিজ সাহাবাগণ (সাথি সঙ্গিদের) কে দিয়ে দিলেন এবং নিজে তার থেকে কিছুই গ্রহণ করলেন না। এখন দ্বিতীয় লক্ষণও আমার স্মরণে ছিল। অতএব পরবর্তীতে আমি একটি থালায় কিছু খেজুর সাজিয়ে তাঁর (সাঃ) সমীপে উপস্থিত হলাম এবং নিবেদন করলাম যে, হুযুর আমি দেখেছিলাম আপনি (সাঃ) সদকা খান না। অতএব আপনার জন্য এই তোহ্‌ফা (উপঢৌকন) নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। দয়া করে এটা গ্রহণ করুন! এই কথা শুনে হুযুর (সাঃ) তোহ্‌ফা গ্রহণ করলেন এবং এর মধ্য থেকে কিছু তিনি খেলেন এবং সাহাবাগণকে ও অন্তর্ভূক্ত করলেন। (শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

“দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir